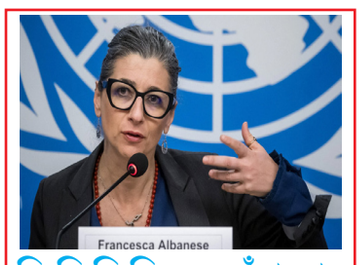

ফিলিস্তিনিদের বাঁচানোর জন্য বেশি সময় হাতে নেই: জাতিসংঘ

সারে-জমিন

শিক্ষা মিত্রদের বেতন মিটিয়ে কাজে ফেরানোর নির্দেশ

রূপসী বাংলা

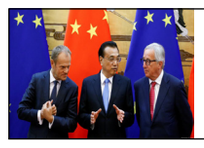

চিন ও ইউরোপ কীভাবে মার্কিন শুল্ক ঝড় রুখবে

সম্পাদকীয়

প্রকাশ্যে দিবালোকে বালি চুরি মালদার মহানন্দা নদীতে

সাধারণ

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শুক্রবার
১১ এপ্রিল, ২০২৫
২৭ চৈত্র ১৪৩১
১২ শাওয়াল ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

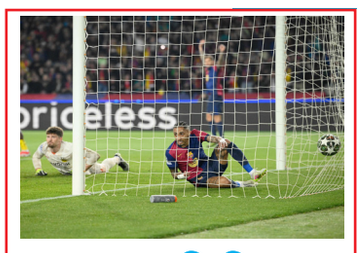

লেভা-রাফিনিয়ার নৈপুণ্যে বার্সেলোনা সেমিফাইনালের দুয়ারে

খেলতে খেলতে

Vol.: 20 ■ Issue: 97 ■ Daily APONZONE ■ 11 April 2025 ■ Friday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

চাকরিহারা শিক্ষকদের মিছিল, অনশন

আপনজন ডেস্ক: সুপ্রিম কোর্টের রায়ে চাকরি হারানোর প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) অফিসের সামনে রিলে অনশনের ডাক দিয়েছেন বরখাস্ত শিক্ষকদের একাংশ। এসএসসি ভবনের বাইরে আন্দোলনরত শিক্ষকরা সাংবাদিকদের বলেন, 'আমরা একজন শিক্ষককে দিয়ে প্রতীকী অনশন শুরু করেছি এবং শিগগিরই ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঠিক করা হবে। বুধবার গভীর রাত থেকে এসএসসি ভবনের সামনে 'আচার্য সদন'-এর সামনে বসে আছেন আন্দোলনরত শিক্ষকরা, শুধু চাকরি হারানোর জন্য নয়, ডিআই অফিসে গেলে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের ওপর লাঠিচার্জ করার অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধেও। অন্যদিকে, প্রচণ্ড গরমকে উপেক্ষা করে চাকরি হারানো প্রায় এক হাজার স্কুল শিক্ষক এদিন মিছিল করেন কলকাতার। তারা ওএমআর শিটের একটি মিরর ইমেজ প্রকাশ করার দাবি জানান এবং "প্রকৃত প্রার্থীদের" সম্মানের সাথে চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে সরব হন। মিছিলটি শিয়ালদহ থেকে মধ্য কলকাতার রানি রাসমণি রোড পর্যন্ত যায়।

জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের গণ অবস্থান কলকাতার রামলীলা ময়দানে

ওয়াকফ আইনের বিরুদ্ধে কোটি মানুষের স্বাক্ষরিত চিঠি প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হবে: সিদ্দিকুল্লাহ

এম মেহেদী সানি ও জাকির সেখ ● কলকাতা

আপনজন: ওয়াকফ (সংশোধনী) আইন প্রত্যাহারের দাবিতে কলকাতা মৌলালির রামলীলা ময়দানে অনুষ্ঠিত হলো গণঅবস্থান এবং প্রতিবাদ সভা। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য জমিয়তে উলামার আহ্বানে মাওলানা সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরির ডাকে ওয়াকফ আইন বিরোধী প্রতিবাদে অংশ নিতে কলকাতায় শামিল হন রাজ্যের লক্ষাধিক মুসলিম। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষ কলকাতায় ভিড় জমান। দুপুর না গড়াতেই কানায় কানায় ভর্তি হয়ে যায় মৌলালির রামলীলা ময়দান। এরপরই কলকাতার একাংশ কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। মানুষ বসার জায়গা না পেয়ে গাছে, বাসের ছাদে উঠে পড়ে । জনতার স্রোতে রাস্তার যানচলাচল বন্ধ হয়ে যায় । বিক্ষোভকারীদের একটাই স্লোগান ওয়াকফ আইন মানছি না, মানবো না। ওয়াকফ আইন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে দেখা যায় প্রতিবাদী প্লাকার্ড। তীব্র গরমকে উপেক্ষা করেও ওয়াকফ আইনের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায় সাধারণ ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের। তাঁদের একটাই লক্ষ্য 'আল্লাহর রাস্তায় আমাদের বাপ দাদারা যে জমি দান করেছেন, আমরা বেঁচে থাকতে সেই জমি কাড়তে দেব না।'

বৃহস্পতিবার নয়া ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদে কলকাতায় মৌলালি থেকে রামলীলা ময়দান পর্যন্ত দফায় দফায় মিছিলও হয়। মিছিলকারীরা প্রধানমন্ত্রীর কুশপুতুলে জুতোর মালা দেন। পরে রামলীলা ময়দানে গণ অবস্থান থেকে প্রতিবাদে সরব হন সংখ্যালঘু নেতৃত্বরা। এ দিনের প্রতিবাদ কর্মসূচির মুখ্য দায়িত্বে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য জমিয়তে উলামার রাজ্য সভাপতি রাজ্যের শাসকদলের সংখ্যালঘু নেতাদের অন্যতম মুখ সিদ্দিকুল্লাহ । গত কয়েক দিন ধরে কেন্দ্রের সংশোধিত ওয়াকফ আইনের বিরুদ্ধে লাগাতার সরব হয়েছেন তিনি। বেশ কিছু প্রতিবাদ কর্মসূচিও করেছেন । সম্প্রতি সংশোধিত ওয়াকফ আইনের বিরোধিতায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের বিক্ষোভ কর্মসূচি ঘিরে মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুরে উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সরব হয়েছিলেন রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ। বৃহস্পতিবার তাঁর ডাকে ওয়াকফ ইস্যুতে কলকাতায় জন প্লাবন যেন প্রতিবাদের ভাষা বুঝিয়ে দিচ্ছিল। এ দিনের সভা থেকে সিদ্দিকুল্লাহ জানান, 'মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে তাঁর কাছে ফোন এসেছিল । ওই সময়ে তাঁকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, ওয়াকফ আইন জারি করতে দেওয়া হবে না।' পাশাপাশি ওয়াকফ (সংশোধনী) আইনের বিরুদ্ধে এক কোটি মানুষের গণ স্বাক্ষরিত চিঠি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে পাঠানো হবে বলে জানিয়েছেন সিদ্দিকুল্লাহ । প্রতিবাদ কর্মসূচি থেকে সকল মুসলিমদের অশান্তি থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন সিদ্দিকুল্লাহ। কেউ যাতে কোনও উস্কানিতে পা না-দেন, সেই অনুরোধ করেছেন তিনি । সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করার জন্য বলেছেন। এই বিক্ষোভে কেবল শত শত মুসলমানই নয়, খ্রিস্টান ও শিখ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরাও অংশ নিয়েছিল, যা বৃহত্তর সমর্থনের ইঙ্গিত দেয়। এই অনুষ্ঠানে বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশে সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরি বলেন, ২০১৪ সালে সরকার গঠনের পর, বিজেপি ১১৫৯ আইন বাতিল করে। অতএব, ওয়াকফ সংশোধনী আইন বাতিল করা সম্পূর্ণরূপে সম্ভব। এদিন জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের ডাকে ওয়াকফ আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভায় খ্রিস্টান, শিখ, জৈন ধর্মের ধর্মগুরুদের পাশাপাশি বিভিন্ন মুসলিম সংগঠনের প্রতিনিধি ও মুসলিম বিশিষ্টজনরা হাজির ছিলেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের রাজ্য সম্পাদক মুফতি আবদুস সালাম, কলকাতার নাখোদা মসজিদের ইমাম মাওলানা শফিক কাসেমি, রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান আহমদ হাসান ইমরান, মাওলানা নিয়ামত হোসেন হাবিবি, কলকাতার মেয়র পারিষদ আমিরুদ্দিন ববি, মিল্লি কাউন্সিলের সাউদ আলম প্রমুখ। উল্লেখ্য, বুধবার নেতাজি ইন্ডোরের একটি সভা থেকে ওয়াকফ নিয়ে বাংলার সংখ্যালঘুদের আশ্বস্ত করতে উদ্যোগী হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা। রাজ্যের সংখ্যালঘুদের মমতা আশ্বাসও দেন এবং তাঁদের সম্পত্তি রক্ষা করবেন বলেও জানান।

ওয়াকফের ভোটাভুটিতে না থাকায় ডিএমকে এমপির বিরুদ্ধে পোস্টার

আপনজন ডেস্ক: সংসদে ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল ২০২৫-এর ভোটাভুটিতে অংশ না নেওয়ার জন্য নামক্কলের সাংসদ ভি এস মাথেশ্বরনের বিরুদ্ধে পোস্টার সাঁটিয়েছে কংগ্রেস। তামিলনাড়ু কংগ্রেস কমিটির (টিএনসিসি) সংখ্যালঘু শাখা নামাক্কাল পূর্ব জেলার পক্ষ থেকে বুধবার জেলা জুড়ে পোস্টার সাঁটানো হয়েছিল। পোস্টারগুলিতে টিএনসিসি সংখ্যালঘু শাখা দাবি করেছে ডিএমকের সাংসদ ভারত জোট এবং মুসলিম ভোটারদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন যারা তাকে ভোট দিয়েছিলেন। ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল ২০২৫-এর বিরুদ্ধে ভোটাভুটিতে অংশ না নিয়ে সাংসদ তাঁর দায়িত্ব পালন করেননি এবং তাঁকে পদত্যাগ করতে হবে। জেলাজুড়ে এসব পোস্টার সাঁটানো হওয়ায় ভারত জোটের ক্যাডারদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ায়। মাথেশ্বরন সাংবাদিকদের জানান, তিনি অসুস্থ থাকায় ভোটদানে অংশ নিতে পারেননি। তিনি বলেন, জোটের শরিকদের সবাই কারণটা জানে।

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
চণ্ডীপুর মোড় ■ বিড়লাপুর রোড ■ কলকাতা-৭০০১৩৭
https://bbinursing.com
Project of Amanat Foundation
ছেলেদের জন্য

আশশিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
https://ashsheefahospital.com
Project of AshSheefa Group
মেয়েদের জন্য

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০+ বেডের নিজস্ব হাসপাতালে এবং অতিরিক্ত আরও ২ টি ১০০+ বেডের হাসপাতালে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা।
- মেয়েদের জন্য হসপিটাল ক্যাম্পাসে নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল এর সুযোগ।
- ছেলেদের পৃথক হোস্টেল।
- ভর্তির যোগ্যতা: সায়েন্স/আর্টস/কমার্স) যেকোনও শাখায় HS এ40% মার্কস।

HSপাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

কোর্স ফিজঃ
ছেলেদের- 3 লাখ
মেয়েদের- 2.5 লাখ

GNM
(3Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
(Director) MBBS, MD, Dip. Card

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান
ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান
ডাঃ সুনন্দ জানা, সি.ঈ.ও.

যোগাযোগ
6295 122937 (D)
93301 26912 (O)

প্রথম নজর

মায়ের রান্না অপছন্দ! অভিমানে আত্মঘাতী

উম্মার সেখ ● কান্দি

আপনজন: মায়ের হাতের রান্না পছন্দ না হওয়ায় মায়ের সঙ্গে ঝামেলার জেরে অভিমানে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করল এক নাবালক। ঘটনায় চাঞ্চল ছড়িয়েছে সালার এলাকায় একমাত্র ভাইয়ের মৃত্যুতে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন দিদি,সিদ্ধ চ্যাটার্জি। মৃত্যুর নাম সুন্দর চ্যাটার্জি। বয়স ১৬ বছর, ঘটনা মুর্শিদাবাদ জেলার সালার থানার দক্ষিণখন্ড গ্রাম এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা যায় বুধবার দুপুর নাগাদ ওই নাবালক বাড়িতে খেতে বসে। মায়ের হাতের রান্না পছন্দ না হওয়ায় মায়ের সঙ্গে ঝামেলা করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। তারপর তার মাও আত্মীয়ার বাড়ি চলে যায়। বুধবার সন্ধ্যা নাগাদ ওই নাবালকের খোঁজ না মেলায় খোঁজাখুঁজি শুরু করে বাড়ির লোকজন। বৃহস্পতিবার সকাল নাগাদ তার বাড়িতেই ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায় বাড়ির লোকজন। সালার থানার পুলিশ ঘটনাস্থানে পৌঁছে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য সালার প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায়। মৃত বলে ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। তারপর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য কান্দি মহাকুমা হাসপাতাল মর্গে পাঠায় সালার থানার পুলিশ। ঘটনাটি ঘিরে ও এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়।

ফাস্ট ফুডের দোকানে অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন মালদার চাঁচল সদর এলাকার বেশকিছু হোটেল, রেস্টুরেন্ট ও ফাস্ট ফুডের দোকানে অভিযান চালালেন খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা। অভিযানে হাজির ছিলেন চাঁচল মহকুমা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিজেও। তারা সকলে মিলে এদিন চাঁচলের বিভিন্ন হোটেল, রেস্টুরেন্ট ও ফাস্ট ফুডের দোকানে আচমকা হানা দেন। খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিক রাহুল মন্ডল এবং মহকুমা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট যোগেশচন্দ্র মন্ডল বিভিন্ন খাবারের দোকানে গিয়ে ফুড সেফটি লাইসেন্স ও খাদ্যের গুণগত মান যাচাই করেন।

বকেয়া না পাওয়ায় আত্মহত্যা করার হুমকি সরকারি ঠিকাদারদের

নকিব উদ্দিন গাজী ● কুলপি

আপনজন: কারোর ঋণের বোঝা ১ কোটি আবার কারোর বা সেটা ২ কোটি আর এই ঋণের বোঝা নিয়েই এখন আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে ঠিকাদাররা। এরা অন্য কেউ নয় ব্লক, পঞ্চায়েতে সরকারি কাজ করা ঠিকাদার। এমন অভিযোগ ঠিকারাদের। তাদের অভিযোগ, ২০২১ সাল থেকে সরকারের কাজ করে এখনো পর্যন্ত তারা নিজেদের ন্যায্য টাকা পাচ্ছে না। আর যে অংকটা প্রায় কারোর এক কোটি আবার কারোর বা ২ কোটি। এরা প্রত্যেকেই পঞ্চায়েতের MGNRGS এর ঠিকাদার হিসাবে এরা কেউ করেছে রাস্তা কেউ করছে ড্রেন আবার কেউ বা নদী বাউন্ডারি। বেশিরভাগ ঠিকাদারী ব্যাংক থেকে লোনের মাধ্যমে এই কাজগুলি সম্পন্ন করেছে পঞ্চায়েতে। কিন্তু দীর্ঘ তিন বছর ধরে তারা কোন ধরনেরই টাকা পাচ্ছে না যে কারণে কুলপিতে তারা একটি প্রেক্ষাগৃহে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন মোট দক্ষিণ ২৪ পরগনার ১২ টি ব্লক থেকে কয়েক হাজার ঠিকাদার এই ভাবেই এখন দেনার দায়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেবে বলে জানাচ্ছে। মূলত পঞ্চায়েতে টেন্ডার এর মাধ্যমেই এই এম জি এন আর জি এস এর কাজ গুলি হয়ে থাকে যার ৪০ শতাংশ টাকা দেয় রাজ্য ও ৬০ শতাংশ টাকা দেয় কেন্দ্র যার মধ্যে গত তিন বছর ধরে একটাও টাকা পাচ্ছে না বলে দাবি করে ঠিকাদাররা। বিষয়টি নিয়ে বারে বারে রাজ্য সরকারকে জানালেও কোন সুরাহা হয়নি বলে জানায় ঠিকাদাররা। আগামী দিনে কলকাতায় বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামতে পারে এমনও হুঁশিয়ারি দিয়েছে তারা।

পুলিশি নিগ্রহের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভা সিপিএমের

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের রায়ে প্রায় ছাব্বিশ হাজার শিক্ষক সহ শিক্ষাকর্মীদের চাকরি বাতিল করা হয়েছে। সেনিয়ে রাজ্য রাজনীতি সরগরম। বাতিল যোগ্য শিক্ষকদের চাকরিতে পুনর্বহালের দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠেছে চাকরি হারানো শিক্ষক সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক সংগঠন। এনিয়ে কোথাও কোথাও চাকরি হারানো আন্দোলনকারী শিক্ষকদের ওপর নেমে আসছে পুলিশের লাঠিচার্জ। সেই সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এস এফ আই,ডিওয়াই এফ আই সহ সিপিআইএমের বিভিন্ন গণসংগঠনের পক্ষ থেকে খয়রাসোল ব্লক সিপিআইএম এরিয়া কমিটির ডাকে বৃহস্পতিবার খয়রাসোল সিপিএম পার্টি অফিস থেকে একটি সুসজ্জিত প্রতিবাদ মিছিল বের হয় এবং স্থানীয় বাজার, থানা, বাসষ্ট্যান্ড সহ বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে। পরবর্তীতে খয়রাসোল বাসষ্ট্যান্ডে প্রতিবাদী মূলক কর্মসূচির অংশ হিসেবে একটি পথসভাও অনুষ্ঠিত হয়। যোগ্য শিক্ষকদের চাকরিতে পুনর্বহাল। চাকরি হারানো আন্দোলনকারী শিক্ষকদের ওপর পুলিশের অত্যাচার বন্ধ ইত্যাদি বিষয়গুলো বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরেন নেতৃত্ব বৃন্দ। পথসভায় বক্তব্য রাখেন সিপিএম বীরভূম জেলা কমিটির সদস্য দিলীপ গোপ, খয়রাসোল এরিয়া কমিটির সম্পাদক অঙ্গদ বাউরি, মহম্মদ নূর হোসেন প্রমুখ।

শিক্ষা মিত্রদের বকেয়া বেতন মিটিয়ে দিয়ে কাজে ফেরানোর নির্দেশ হাইকোর্টের

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: অবিলম্বে শিক্ষা মিত্রদের বকেয়া বেতন মিটিয়ে দিয়ে কাজে ফেরানোর নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। সাধারণ শিক্ষকদের মতো শিক্ষামিত্রদেরও ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত কাজ করার অধিকার রয়েছে। সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশ বহাল রেখেই গত শুক্রবার রায় দিয়েছে কলকাতা হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। আর তাতেই খুশির হাওয়া বইতে শুরু করে শিক্ষা মিত্রদের মধ্যে। বৃহস্পতিবার মালদহ জেলার একাংশ শিক্ষামিত্র হরিশ্চন্দ্রপুরে এক বেসরকারি নার্সারী স্কুলে প্রেস মিট করে অবিলম্বে তাদের নিয়োগ করার দাবি করেন। বাংলার পিছিয়ে পড়া,স্কুলছুট ছাত্রছাত্রীদের পড়াতে ২০০৪ সালে সর্বশিক্ষা অভিযানের আওতায় শিক্ষা মিত্র নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়।তখন মাসিক ১০০০-২৪০০ টাকা করে ভাতা দেওয়া হত। সাত বছর কাজ করার পর ২০১১ সালে রাজ্য সরকার অলিখিতভাবে তাদের বসিয়ে দেন। শিক্ষামিত্রদের ভাতা বন্ধ করে দেয়।

এমনকি ৬০ বছরের আগেই চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার কথাও জানিয়ে দেওয়া হয়। তখন এই বিষয়টি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। বকেয়া বেতন এবার মিটিয়ে সবাইকে আবার কাজে ফিরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেয় সিঙ্গল বেঞ্চ। সেটা নিয়ে চ্যালেঞ্জ করা হয় ডিভিশন বেঞ্চে। তাতে সিঙ্গল বেঞ্চের রায় বহাল রাখেন ডিভিশন বেঞ্চ। ২০১৩ সাল থেকে শিক্ষা মিত্রদের পদ পাল্টে দিয়ে সরকার তাঁদের স্বেচ্ছাসেবক করে দেন।এছাড়া কেন শিক্ষা মিত্ররা ৬০ বছর পর্যন্ত কাজ করতে পারবে না? এই প্রশ্ন তুলে এই সংক্রান্ত মামলা দায়ের হয়। তাতে সিঙ্গল বেঞ্চের পর ডিভিশন বেঞ্চে সিলমোহর পড়ায় শিক্ষা মিত্ররা পারবেন ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত চাকরি করতে। সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে গিয়েছিল রাজ্য সরকার। ওই মামলাতেই সিঙ্গল বেঞ্চের রায়কে বহাল রেখে কলকাতা হাইকোর্ট জানিয়েছে, বকেয়া বেতন মিটিয়ে শিক্ষা মিত্রদের দ্রুত কাজে ফেরাতে হবে। শিক্ষামিত্র সাহানাওয়াজ আলি জানান,গত শুক্রবার এই সংক্রান্ত মামলায় বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা এবং বিচারপতি অজয়কুমার গুপ্তের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, শিক্ষামিত্ররাও ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত চাকরি করতে পারবেন। পাশাপাশি এনিয়ে রাজ্যের আবেদন খারিজ করে আদালত জানিয়েছে, তাঁদের বকেয়া বেতন মিটিয়ে রাজ্যকে ওই সব শিক্ষামিত্রের কাজে ফেরাতে হবে।রাজ্যে মোট ৩ হাজার ৩৩৭ জন শিক্ষাবন্ধু রয়েছেন।এদের মধ্যে অনেকেই অবসর হয়ে গিয়েছেন,কেউ মারা গিয়েছেন। আরেক শিক্ষা মিত্র সুশান্ত উপাধ্যায় বলেন, আমরা নিজেদের অধিকারের জন্য বিকাশ ভবন,শিক্ষামন্ত্রী ও নবান্ন অভিযান করে কোনও সুরাহ না পেয়ে পথে বসি।পরে সরকার স্কুলে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে নিয়োগ করান। বছর দেড়েক ২৪০০ টাকা করে ভাতা দেওয়ার পর সেটাও বন্ধ করে দেয়। এরপর ২০১৬ সালে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করি।২০২৩ সাল পর্যন্ত কেস চলে। গত শুক্রবার আমেদের পক্ষে রায় দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। রাজ্য সরকার কবে নিয়োগ করায় এখন সেটাই দেখার বিষয়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

গেমে আসক্ত হয়ে ঋণের জন্য আত্মহত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মহিষাদল

আপনজন: এবার গেম খেলে বিপুল টাকা ঋণ হয়ে পড়ার অবসাদে কলেজ হোস্টেলে সিলিং ফ্যানে ঝুলে আত্মহত্যা করার ঘটনা ঘটল মহিষাদলের ক্ষুদিরাম বোস কলেজ অফ ফার্মেসীতে। মৃত ছাত্রের নাম অভিজিৎ পাত্র(২২)। বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সবং এলাকায়। অভিজিৎ কলেজে ব্যাচেলার অফ ফিজিও থেরাপি বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিল। এদিন হোস্টেলের অন্যান্য পড়ুয়ারা উঠে পড়লেও বেলা গড়িয়ে দুপুর হয়ে পড়লেও অভিজিৎকে দেখা যাচ্ছিলো না। রুমে ডাকাডাকি করলেও সাড়া মেলেনি। দরজা ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকতেই সিলিং ফ্যানে ঝুলন্ত দেহ মেলে।

শিক্ষকদের উপর পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ এসইউসিআইয়ের

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: তৃণমূল সরকারের সীমাহীন দুর্নীতির পরিণামে স্বচ্ছতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে কর্মরত থাকা সত্ত্বেও হাজার হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিলের রায় হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী দুদিন আগে নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে তাঁদের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিজেকে ত্রাতা হিসাবে দেখাতে চাইলেন, অথচ কসবা ডি আই অফিস, বর্ধমান, মালদা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় তাঁর পুলিশ সেই শিক্ষকদের উপর ব্যাপক লাঠিচার্জ করলো, বুকে লাথি মারলো। মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশ মন্ত্রী হিসাবে তাঁর এই আচরণ এক কথায় সম্পূর্ণ দ্বিচারিতা।
আর এই ঘটনার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এস ইউ সি আই এর পক্ষ থেকে জয়নগর ও রায়দীঘি থানায় বিক্ষোভ, প্রতিবাদ ও ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করা হয়।এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করা হয় এবং দোষী পুলিশের শাস্তির দাবি করা হয়।এদিন জয়নগরে এই কর্মসূচিতে অংশ নেন নিরঞ্জন নস্কর,প্রবীর বৈদ্য,অম্লান কুসুম সরকার,সুমন্ত গাঙ্গুলী,সুবীর দাস,মঙ্গল মুখার্জি সহ আরো অনেকে।
রায়দীঘিতে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বনাথ সর্দার ,তপন শিকারী, রেনুপদ হালদার সহ আরো অনেকে।এদিন কয়েকশত এসইউসিআই কর্মীরা দলবদ্ধভাবে ফেস্টুন ও প্লাকার নিয়ে জয়নগর ও রায়দিঘি থানার সম্মুখে পথ সভা করেন। তাদের একটাই দাবি হলো পুলিশে কাজ পুলিশ করবে কিন্তু শিক্ষক মহাশয় কে এইরকম লাথি মারা ঠিক হয়নি। শিক্ষক হল জাতির মেরুদন্ড, সেই মেরুদণ্ডকে ভেঙে দেওয়া হলো। কোনমতে কোন শিক্ষিত সমাজ মেনে নিতে পারছে না।একই ইস্যুতে এদিন জয়নগর থানার মোড়ে বিক্ষোভ দেখায় সিপিআইএম কর্মীরা।

৭০ বছর পর শ্মশানের কাজে ব্যবহৃত জমি রেকর্ড হল উলুবেড়িয়ায়

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: ৭০ বছরের সমাধান করল ব্লক প্রশাসন,খুশির হাওয়া উলুবেড়িয়া-১নং ব্ল কের হাটগাছা-২ অঞ্চলের মানুষজন ।উল্লেখ্য, দীর্ঘ ৭০ বছর ধরে শ্মশানের কাজে ব্যবহৃত জমি অবশেষে রেকর্ডভুক্ত হল।
জানা গেছে, উলুবেড়িয়া-১ নম্বর ব্লকের হাটগাছা-২ নম্বর অঞ্চলের বাউড়িয়া মৌজার উত্তর বাউড়িয়ার জমিটি দীর্ঘদিন ধরে শ্মশান হিসেবে ব্যবহৃত হলেও, বৈধ কাগজপত্রের অভাবে রেকর্ডভুক্ত করা যাচ্ছিল না। সম্প্রতি এলাকার বাসিন্দারা স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের পূর্ত, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি মন্ত্রী পুলক রায়ের কাছে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। এরপর মন্ত্রী ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিককে বিষয়টি দেখার অনুরোধ করেন। পাশাপাশি, বিডিও-র কাছে একটি মাস পিটিশনও জমা দেন এলাকাবাসীরা।
মন্ত্রীর নির্দেশ মেনে উলুবেড়িয়া-১ নম্বর ব্লকের বিডিও এইচ এম রিয়াজুল হক ব্লক ল্যান্ড অ্যান্ড ল্যান্ড রিফর্মস অফিসারকে (বিএলআরও) জমিটি রেকর্ড করার ব্যবস্থা করে দেন। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর শ্মশানের জমি রেকর্ড হওয়ায় খুশি এলাকার বাসিন্দা পরশুরাম কয়াল এবং শ্রীমন্ত মণ্ডল। তাঁরা রাজ্যের মন্ত্রী পুলক রায় এবং বিডিও-কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, তাদের পূর্বপুরুষরা প্রায় ৭০ বছর ধরে এই জমিটি শ্মশান হিসেবে ব্যবহার করে আসছেন। কিন্তু এতদিনেও জমির আইনি স্বীকৃতি না থাকায় তারা সমস্যায় পড়েছিলেন। অবশেষে প্রশাসনের সহযোগিতায় সেই সমস্যার সমাধান হওয়ায় তারা কৃতজ্ঞ।

পাকা ধানে মই, বোরো ধান তোলার আগে রাতভর হাতির তাণ্ডব

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: এ যেন ঠিক পাকা ধানে মই কয়েকদিনের মধ্যেই বোরো ধান ঘরে তুলতো কৃষকরা, তার আগে রাতভোর ৬০ থেকে ৬৫টি হাতির একটি দল তান্ডব লীলা চালালো পাত্রসায়ের রেঞ্জ এলাকায় কৃষি জমির উপর, বনদপ্তরের গাফিলতিতে এই ক্ষয়ক্ষতি দাবি কৃষকদের, ক্ষুব্ধ কৃষকরা ।
বাঁকুড়া জেলা পাত্রসায়ের রেঞ্জের কুশদ্বীপ বিটের ডিহিলাপুর মৌজা এলাকায় প্রায় ২৫০ থেকে ৩০০ বিঘা বোরো ধানের ওপর রাতভর তাণ্ডব লীলাচলায় হাতির দল। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি কৃষি জমিতে। জানা যায় গত বছরের ১৯ ডিসেম্বর বাঁকুড়া জেলায় প্রবেশ করেছিল ৬০ থেকে ৬২ টি হাতির একটি দল। দীর্ঘ ১১২ দিন বরজোড়া জঙ্গলে এই হাতিগুলি থাকার পর পুনরায় তারা মেদিনীপুরের জঙ্গলের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। তার আগে গতরাতে পাত্রসায়ের ব্লকের ডিহিলাপুর এলাকায় ৬০ থেকে ৬২টি হাতির একটি দল এলাকার ২৫০ থেকে ৩০০ বিঘা ধানজমির উপর রীতিমতো তান্ডব লীলা চালায়। নষ্ট হয় ধান। মাথায় হাত কৃষকদের। এলাকার কৃষকরা বোরো ধান চাষ করেছে জমিতে। আর হয়তো কিছুদিনের মধ্যেই এই ধান ঘরে তুলতো কৃষকরা। কৃষকরা জানাচ্ছে মহাজনের কাছে ঋণ করে সর্বস্ব দিয়ে তারা ধান চাষ করেছে। কেউ কেউ আবার ভাগ চাষী রয়েছে। এই অবস্থায় সমস্ত ধান নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তারা দিশেহারা হয়ে পড়েছে।
আগামী দিনে কিভাবে তারা চাষ করবেন কিভাবে মহাজনের ঋণ শোধ করবেন কিভাবেই বা সংসার চালাবেন এই ভেবেই রাতের ঘুম উড়েছে তাদের। কৃষকদের দাবি অবিলম্বে কৃষি দপ্তর এসে তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। তবে এখনো পর্যন্ত কৃষি দপ্তরের কোন আধিকারিক এলাকা পর্যবেক্ষণ করতে আসেনি। কৃষকদের আরো অভিযোগ বনদপ্তর হাতি নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। তাই হাতি গুলি তাদের নির্দিষ্ট রুট ছেড়ে কৃষি জমিতে চলে এসেছে। আর এইভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে তারা।

পুরুলিয়ায় মহাবীর জয়ন্তী জৈন সমাজের

অরবিন্দ মাহাতো ● পুরুলিয়া

আপনজন: মহাবীর জয়ন্তী উপলক্ষে শান্তির বার্তা ছড়িয়ে দিতে বৃহস্পতিবার পুরুলিয়া শহরে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করলেন জৈন সমাজের মানুষজন। বৃহস্পতিবার সকালে শহরের প্রাচীন জৈন মন্দির থেকে বাদ্যযন্ত্র সহযোগে শুরু হয় শোভাযাত্রা। শহরের চকবাজার হয়ে মধ্যবাজার পর্যন্ত যায় এই ধর্মীয় মিছিল। শোভাযাত্রার মুখ্য আকর্ষণ ছিল জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের মূর্তি। তাঁকে কেন্দ্র করেই মিছিলের আয়োজন। বহু মানুষ এতে অংশগ্রহণ করেন। চারপাশে ছিল ধর্মীয় সংগীত, জয়ধ্বনি ও নানা বার্তাসহ প্ল্যাকার্ড–যার মাধ্যমে সমাজে শান্তি, সহিষ্ণুতা ও অহিংসার আবেদন জানান জৈন সমাজের মানুষজন।
জৈন ধর্মমতে, তীর্থঙ্কর মহাবীর মানব সমাজকে অহিংসা, সত্য ও আত্মসংযমের বার্তা দিয়েছিলেন। বর্তমান সমাজেও সেই বার্তা অমলিন।
এদিনের শোভাযাত্রায় সেই বার্তাকেই নতুন করে সকলের সামনে তুলে ধরা হয়।
ইতিহাস বলছে, এক সময় পুরুলিয়া জেলায় জৈন ধর্মের উল্লেখযোগ্য প্রভাব ছিল। জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে প্রাচীন জৈন মূর্তি ও মন্দিরের নিদর্শন। বর্তমানে সেগুলি ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য নিদর্শন হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

ধোসা-চন্দনেশ্বরে দুয়ারে জনসংযোগ কর্মসূচি তৃণমূলের

কুতুবউদ্দিন মোল্লা ● জয়নগর

আপনজন: বৃহস্পতিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর থানার অন্তর্গত ধোসা চন্দনেশ্বর অঞ্চলের ২৬০ নম্বর বুথের দুয়ারে জনসংযোগ কর্মসূচি করা হল। এদিনের জনসংযোগ কর্মসূচি মাধ্যমে জনতার দুয়ারে সমবেত হয়ে তারা রাজ্য সরকারের উন্নয়নের কথাগুলি নিয়ে আলোচনা করছেন খোলাখুলি ভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা। প্রতিটি বাড়ি বাড়ি গিয়ে। এবং তাদের অভাব অভিযোগের কথাও শোনেন।
দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দেন। তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা। এ প্রসঙ্গে জয়নগর ১ নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ভবেশ রঞ্জন চক্রবর্তী বলেন। তৃণমূল কংগ্রেস মানে। প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়া। এবং তাদের অভাব অভিযোগের কথা শোনা। ও দ্রুত তার সমাধান করা নাম তৃণমূল কংগ্রেস।এদিনের জনসংযোগ কর্মসূচি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর ১ নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ভবেশ রঞ্জন চক্রবর্তী, ধোসা চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রঞ্জিতা সরদার সহ অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা।

বর্ধমানে মহাসমারোহে পালিত হল জৈন সম্প্রদায়ের মহাবীর জয়ন্তী

এম এস ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: বৃহস্পতিবার বর্ধমান শহরে মহাসমারোহে পালিত হল মহাবীর জয়ন্তী। বহুল প্রচলিত জনমতের মতে, ‘বর্ধমান’ নামটি বর্ধমান মহাবীরের নাম অনুসারে হয়েছে–যদিও এ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। এখনও বর্ধমানে জৈন ধর্মাবলম্বীদের এক ছোট গোষ্ঠী বাস করেন, যারা অত্যন্ত ধার্মিক, অহিংস এবং সেবাধর্মী জীবন যাপন করেন। এই পবিত্র দিনে সকাল থেকেই শহরের বিভিন্ন স্থানে পুজো-পাঠ, ভজন-কীর্তন ও নানান ধর্মীয় কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। তবে দিনের প্রধান আকর্ষণ ছিল টাউন হল থেকে শুরু হয়ে সর্বমঙ্গলা পর্যন্ত বিশাল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। এতে অংশ নেন জৈন সম্প্রদায়ের অসংখ্য পুরুষ ও মহিলা। তাঁদের পরনে ছিল ঐতিহ্যবাহী পোশাক, মুখে ছিল ভক্তিভাব। শোভাযাত্রায় ছিল ধর্মীয় পতাকা, ব্যানার, রথ ও মহাবীরের প্রতিকৃতি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস। তিনি এই মহতী ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে বলেন, “মহাবীরের আদর্শ আজও সমাজকে শান্তি ও সহিষ্ণুতার পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। তাঁর অহিংসা ও সত্যের পথ বর্তমান সময়েও প্রাসঙ্গিক।” রাষ্ট্রীয়ভাবে এই দিনটি ছুটির দিন হিসেবে ঘোষিত হলেও, অধিকাংশ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান খোলা ছিল। তবে শহরে ধর্মীয় আবহ ছিল চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন জায়গায় প্রসাদ বিতরণ ও ধর্মীয় আলোচনা সভাও অনুষ্ঠিত হয়। জৈন সম্প্রদায়ের একজন সদস্য বলেন, “আমরা মহাবীরের দেখানো পথে চলার চেষ্টা করি। প্রতিটি প্রাণের মধ্যে ঈশ্বর বিরাজমান–এই বিশ্বাস নিয়েই আমরা জীবনের পথ চলি।” মহাবীর জয়ন্তী উপলক্ষে বর্ধমান শহর এক শান্ত, শুদ্ধ ও ধর্মীয় আবহে ভরে ওঠে। শোভাযাত্রা ও নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই দিনটি হয়ে ওঠে আত্মশুদ্ধির এক অনন্য উপলক্ষ।

প্রথম নজর

এক্সপো ২০২৫-এ আমিরাতের খেজুর বন প্যাভিলিয়ন

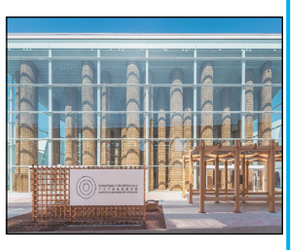

আপনজন ডেস্ক: জাপানে শুরু হতে যাওয়া ওসাকা এক্সপো ২০২৫-এ অংশ নিতে খেজুর গাছের আদলে নির্মিত 'ফরেস্ট' প্যাভিলিয়ন উন্মোচন করেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। ভূমি থেকে ইথারে (Earth to Ether) শিরোনামের এই প্যাভিলিয়নটির মাধ্যমে আমিরাত তাদের ঐতিহ্য ও ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির মধ্যে এক অনন্য সেতুবন্ধন তৈরি করতে চায়। এক্সপোটি চলবে ২০২৫ সালের ১৩ এপ্রিল থেকে ১৩ অক্টোবর পর্যন্ত। এই প্যাভিলিয়নের স্থাপত্য নকশায় রয়েছে খেজুর গাছের অনুপ্রেরণায় নির্মিত ১৬ মিটার উঁচু ৯০টি স্তম্ভ, যা একটি সবুজ বনানী পরিবেশ তৈরি করবে। এটি শুধু একটি ভবন নয়, বরং এক ব্যতিক্রমধর্মী অভিজ্ঞতা, যেখানে দর্শনার্থীরা আমিরাতের মহাকাশ গবেষণা, স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির অগ্রগতির গল্প জানতে পারবে। ভেতরে থাকছে 'Woven Legacies' নামে একটি ডকুমেন্টারি ইনস্টলেশন, যেখানে তুলে ধরা হবে দেশটির উদ্ভাবক, নেতা ও সাধারণ মানুষের সাফল্যগাথা। পাশাপাশি থাকবে ৪০টিরও বেশি উন্মুক্ত অনুষ্ঠান– যেমন টেকনোলজি ফোরাম, স্বাস্থ্য বিষয়ক আলোচনা এবং তরুণদের ক্ষমতায়নের কর্মসূচি। ইউএই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী নোরা আল কাবি বলেন, আমাদের অংশগ্রহণের মূল ভিত্তি হলো সংলাপ, সহযোগিতা ও সম্মিলিত অগ্রগতির ধারণা।

প্যাভিলিয়নে দর্শনার্থীরা উপভোগ করতে পারবেন ঐতিহ্যবাহী আমিরাতি খাবার, যা আধুনিক রন্ধনপ্রযুক্তির ছোঁয়ায় পরিবেশিত হবে। পাশেই থাকবে হস্তশিল্প ও পুনর্ব্যবহারযোগ্য সামগ্রীর দোকান। এতে ভ্রমণকারীরা নিজেদের সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবেন আমিরাতের উদ্ভাবনী সংস্কৃতির একটি স্মারক। বিশেষ দিন হিসেবে ১৯ সেপ্টেম্বর পালন করা হবে 'ইউএই ডে', যেখানে থাকবে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, প্রদর্শনী ও নানা ইন্টারঅ্যাকটিভ আয়োজন। এই আয়োজনে ইউএই তাদের বৈশ্বিক বন্ধুত্ব ও অগ্রগতির লক্ষ্যে এক অনন্য বার্তা পৌঁছে দিতে চায়।

সৌদি আরবে নতুন ১৪টি তেল ও গ্যাসের খনির সন্ধান

আপনজন ডেস্ক: তেল ও গ্যাসের আরও ১৪টি নতুন খনি আবিষ্কারের ঘোষণা দিয়েছে সৌদি আরব। দেশটির পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ এবং আর রুব আল খালি বা এম্পটি কোয়ার্টারে এসব তেল ও গ্যাসক্ষেত্র খুঁজে পাওয়া গেছে। সব নতুন তেল ও গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কারের ফলে সৌদি আরবকে বৈশ্বিক জ্বালানি খাতে আরও শক্তিশালী অবস্থানে নিয়ে যাবে। বুধবার সৌদি আরবের জ্বালানিমন্ত্রী প্রিন্স আবদুল আজিজ বিন সালমান এই ঘোষণা দেন। খবর আরব নিউজের।

তিনি জানান, এবারের আবিষ্কারের মধ্যে রয়েছে ছয়টি নতুন তেলের খনি, দুটি তেলের রিজার্ভার, দুটি প্রাকৃতিক গ্যাস ক্ষেত্র এবং চারটি গ্যাস রিজার্ভার।

পূর্ব প্রদেশে জাবুতে নতুন তেল খনি আবিষ্কৃত হয়েছে, যেখানে জাবু-১ কূপ থেকে প্রতিদিন ৮০০ ব্যারেল হারে অত্যন্ত হালকা অ্যারাবিয়ান ক্রুড তেল উৎপাদিত হচ্ছে। সায়াহিদ খনি থেকেও আশাব্যঞ্জক ফল মিলেছে– সায়াহিদ-২ কূপ থেকে প্রতিদিন ৬৩০ ব্যারেল তেল উত্তোলন সম্ভব হবে। এছাড়া আইফান-২ কূপ থেকে প্রতিদিন দুই হাজার ৮৪০ ব্যারেল হালকা তেল ও দৈনিক প্রায় ০.৪৪ মিলিয়ন ঘনফুট প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদিত হয়েছে। জুবাইলা রিজার্ভারে, বেরি-৯০৭ কূপ থেকে প্রতিদিন ৫২০ ব্যারেল তেল এবং ০.২ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস পাওয়া গেছে। মাজালিজ ক্ষেত্রের উনাইযাহ-এ রিজার্ভার থেকেও ম্যাজালিজ-৬৪ কূপের মাধ্যমে প্রতিদিন এক হাজার ১১ ব্যারেল প্রিমিয়াম লাইট ক্রুড এবং ০.৯২ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উত্তোলন করা হচ্ছে।

এম্পটি কোয়ার্টার অঞ্চলে, নুয়াইর খনির নুয়াইর-১ কূপ থেকে প্রতিদিন এক হাজার ৮০০ ব্যারেল মাঝারি মানের অ্যারাবিয়ান ক্রুড এবং ০.৫৫ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস পাওয়া গেছে।

ডামদা-১ কূপে মিশরিফ-সি রিজার্ভার থেকে ২০০ ব্যারেল মাঝারি ক্রুড এবং মিশরিফ-ডি রিজার্ভার থেকে প্রতিদিন ১১৫ ব্যারেল হালকা তেল পাওয়া গেছে। কুরকাস ক্ষেত্র থেকেও প্রতিদিন ২১০ ব্যারেল মাঝারি মানের তেল উত্তোলন সম্ভব হয়েছে।

প্রাকৃতিক গ্যাস আবিষ্কার হয়েছে পূর্ব প্রদেশে গিজলান ক্ষেত্রের উনাইযাহ বি/সি রিজার্ভারে– গিজলান-১ কূপ থেকে প্রতিদিন ৩২ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস এবং দুই হাজার ৫২৫ ব্যারেল কনডেনসেট পাওয়া গেছে।

আরাম খনির আরাম-১ কূপ থেকে প্রতিদিন ২৪ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস এবং তিন হাজার ব্যারেল কনডেনসেট উৎপাদিত হয়েছে।

ফিলিস্তিনিদের বাঁচানোর জন্য বেশি সময় হাতে নেই: জাতিসংঘ

আপনজন ডেস্ক: জাতিসংঘের ফিলিস্তিন-বিষয়ক বিশেষ দূত ফ্রান্সেস্কা আলবানিজ সতর্ক করে বলেছেন, গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের চলমান হামলা এবং পশ্চিম তীরে নিপীড়নের কারণে ফিলিস্তিনি জনগণকে রক্ষার জন্য 'আর খুব বেশি সময় হাতে নেই'। তুর্কি সংবাদমাধ্যম আনাদোলুর বরাত দিয়ে খবর মিডল ইস্ট মনিটরের। ফ্রান্সেস্কা আলবানিজ বলেন, ইসরায়েল জানুয়ারি থেকে গাজায় কোনো যুদ্ধবিরতিই সেভাবে মানেনি এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের হস্তক্ষেপ না হলে ইসরায়েল তাদের যুদ্ধাপরাধ বন্ধ করবে না। আলবানিজ ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর আন্তর্জাতিক অপরাধ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে জবাবদিহির সম্ভাবনা নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কোনো বিচার পাওয়ার আশা আমি আর করি না। কারণ আপনারা দেখছেন, সবাই ক্রমাগতভাবে তাকে লাল গালিচা সংবর্ধনা দিতে প্রস্তুত। তিনি উল্লেখ করেন, অনেক পশ্চিমা ও ইউরোপীয় দেশ নেতানিয়াহুকে তাদের দেশে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) কর্তৃক জারীকৃত গ্রেপ্তারি পরোয়ানা মানতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে।

তিনি আরো বলেন, ইসরায়েলি সরকার এবং বসতির বাসিন্দারা গাজা ও দখলকৃত পশ্চিম তীরের আরো জমি দখল করে ইসরায়েলি রাষ্ট্রের মধ্যে নিয়ে নেওয়ার জন্য তাদের সম্প্রসারণবাদী লক্ষ্য বাস্তবায়ন করছে।

আলবানিজ বলেন, ইসরায়েলিরা ইউরোপের দুর্বলতা এবং যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসী অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে শুধু ফিলিস্তিন নয়, গোটা মধ্যপ্রাচ্যে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করছে।

তিনি বলেন, লেবানন, সিরিয়ায় আক্রমণ অব্যাহত রয়েছে; এটা পাগলামি হবে যদি কেউ ভাবে যে ইসরায়েল এখানেই থেমে যাবে। কারণ ইসরায়েল স্পষ্ট করে বলেছে যে তারা ভূমধ্যসাগর থেকে জর্দান নদী পর্যন্ত ভূমি চায়, যেন তারা ইহুদি জাতির সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

তিনি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি আহ্বান জানান যেন তারা এই পরিকল্পনা নস্যাৎ করতে আরো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়।

তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী আমাদের দখলদারি শেষ করতে হবে, গণহত্যা থামাতে হবে, বর্ণবাদ বন্ধ করতে হবে। তবে এই কাজের জন্য একটি মৌলিক উপাদান প্রয়োজন। আর তা হলো- রাষ্ট্রগুলোর ইচ্ছাশক্তি, যা বর্তমানে অনুপস্থিত।

গাজা যুদ্ধ বন্ধে ইসরাইলি বিমান বাহিনীর ১,০০০ রিজার্ভ সদস্যের খোলা চিঠি

আপনজন ডেস্ক: ইসরাইলি বিমান বাহিনীর ১,০০০ জন বর্তমান ও সাবেক রিজার্ভ সদস্য এক খোলা চিঠিতে গাজা যুদ্ধ বন্ধ করে অবিলম্বে বন্দি নাগরিকদের ফিরিয়ে আনার দাবি জানিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার ইসরাইলি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত ওই চিঠিতে বলা হয়, 'চলমান যুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু ঘোষিত কোনো লক্ষ্য পূরণ হচ্ছে না। বরং এতে বন্দিদের মৃত্যু, আইডিএফ (ইসরাইলি নিরাপত্তা বাহিনী) সেনাদের প্রাণহানি ও নিরীহ বেসামরিক মানুষেরই মৃত্যু ঘটছে'।

ইসরাইলের প্রভাবশালী দৈনিক হারেৎজ-এ প্রকাশিত ওই চিঠিতে আরও বলা হয়, 'শুধু একটি চুক্তির মাধ্যমেই বন্দিদের নিরাপদে ফেরানো সম্ভব। সামরিক চাপ মূলত বন্দিদের মৃত্যুই ডেকে আনছে এবং আমাদের সেনাদের ঝুঁকিতে ফেলছে'।

ইসরাইলি বিমান বাহিনীর সাবেক ও বর্তমান সদস্যদের ওই খোলা চিঠিতে গাজায় যুদ্ধের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। একই সঙ্গে 'রাজনৈতিক স্বার্থে' যুদ্ধ চালানোর অভিযোগ করা হয়েছে।

এই চিঠিতে সই করেছেন ইসরাইলি সেনাবাহিনীর সাবেক প্রধান দান হালুৎস-সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। তবে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বিমান বাহিনীর সদস্যদের এই উদ্যোগের তীব্র সমালোচনা করেছেন। একই সঙ্গে তিনি একে 'একদল প্রান্তিক চরমপন্থিদের চক্রান্ত' বলে অভিহিত করেছেন।

নেতানিয়াহুর দাবি, 'চরমপন্থি এই গোষ্ঠীটি সরকার পতনের লক্ষ্যে কাজ করছে। তারা সেনাবাহিনী বা জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে না'।

এদিকে ইসরাইলি প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরাইল কাৎজ এই চিঠিকে গাজা যুদ্ধের 'নৈতিক বৈধতা'কে ক্ষতিগ্রস্ত করছে বলে মন্তব্য করেছেন।

সেইসঙ্গে তিনি বিমান বাহিনী প্রধানকে বিষয়টি 'উপযুক্তভাবে' সামলানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

হারেৎজ-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিমান বাহিনী প্রধান ইতোমধ্যেই চিঠিতে স্বাক্ষর করা সক্রিয় রিজার্ভ সদস্যদের বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যদিও তাদের সংখ্যা নির্দিষ্ট করে জানানো হয়নি।

ইসরাইল কাৎজের মতে, এখনো গাজায় অন্তত ৫৯ জন ইসরাইলি বন্দি রয়েছেন। তাদের মধ্যে অন্তত ২২ জন জীবিত।

যদিও এই বন্দিদের গাজা যুদ্ধবিরতি ও বন্দি বিনিময় চুক্তির দ্বিতীয় ধাপে মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল। তবে শর্ত ছিল গাজা থেকে ইসরাইলি বাহিনীর সম্পূর্ণ প্রত্যাহার ও যুদ্ধের স্থায়ী অবসান।

তবে গত ১৮ মার্চ ইসরাইল ফের গাজায় ভয়াবহ হামলা শুরু করে। যার ফলে এ পর্যন্ত ১,৫০০ জনের বেশি নিহত ও ৩,৮০০ জন আহত হয়েছেন। এতে জানুয়ারিতে স্বাক্ষরিত যুদ্ধবিরতি ও বন্দি বিনিময় চুক্তিও কার্যত ভেঙে যায়।

এর আগে, ইসরাইলের যুদ্ধবাজ প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু সম্প্রতি এক ঘোষণায় বলেছেন, গাজায় হামলা আরও জোরদার করা হবে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, তার এই ঘোষণা মূলত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পরিকল্পনা অনুযায়ী ফিলিস্তিনিদের স্থানচ্যুত করার প্রচেষ্টারই অংশ।

গাজায় ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরে শুরু হওয়া ইসরাইলি আগ্রাসনে এখন পর্যন্ত ৬১,৮০০-এর বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। যাদের মধ্যে অধিকাংশই নারী ও শিশু।

২০২৪ সালের নভেম্বর মাসে গাজায় যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) নেতানিয়াহু ও তৎকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্টের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে।

এছাড়া ইসরাইল বর্তমানে গাজায় গণহত্যার অভিযোগে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের বিচারাধীন।

তুরস্কে বিক্ষোভের সময় গ্রেফতার ১০৭ শিক্ষার্থীকে মুক্তির আদেশ

আপনজন ডেস্ক: তুরস্কের ইস্তাম্বুলের জনপ্রিয় মেয়রের কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভের সময় গ্রেফতার হওয়া অন্তত ১০৭ শিক্ষার্থীকে মুক্তির আদেশ দিয়েছেন দেশটির আদালত।

১৯ মার্চ দুর্নীতির অভিযোগে মেয়র একরেম ইমামোগলুকে গ্রেফতার করা হয়। এর বিরুদ্ধে এক দশকেরও বেশি সময়ের মধ্যে তুরস্কে সবচেয়ে বড় বিক্ষোভ হয়। এ সময় ৩০০ জনেরও বেশি শিক্ষার্থীসহ প্রায় ২ হাজার মানুষকে গ্রেফতার করা হয়।

বিরোধী ব্যক্তিত্ব ইমামোগলু প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোয়ানের প্রধান রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী।

সে সময় বিক্ষোভকারীদের দমনে দেশটির নিরাপত্তা বাহিনী জলকামান, মরিচের স্প্রে ও রাবার বুলেট ব্যবহার করে, যার নিন্দা জানিয়ে ছিল ইউরোপীয় কাউন্সিল। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ সতর্ক করে জানিয়েছিল, এটি তুরস্কের গণতন্ত্রের জন্য একটি অন্ধকার সময়।

ইমামোগলুর গ্রেফতারকে কেন্দ্র করে বহু মানুষ ব্যালট বাক্সের মধ্যমে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। প্রায় এক কোটি ৫০ লাখ ভোটার আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিরোধী রিপাবলিকান পিপলস পার্টির (সিএইচপি) প্রার্থী হিসেবে ইমামোগলুকে সমর্থন করেছেন।

জার্মানিতে গঠিত হচ্ছে নতুন জোট সরকার

আপনজন ডেস্ক: নির্বাচনের পর কয়েক সপ্তাহ ধরে চলা আলোচনা ও দরকষাকষির পর জার্মানির মধ্য-বামপন্থি দল সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (এএসপিডি)-কে সঙ্গে নিয়ে সরকার গঠনে একমত হয়েছে রক্ষণশীল খ্রিস্টীয় গণতন্ত্রী দল (সিডিইউ) আর তাদের বাভারিয়া রাজ্যের সিস্টার কনসার্ন খ্রিস্টীয় সামাজিক দল (সিএসইউ)।

বুধবার রাজধানী বার্লিনে দুই পক্ষ থেকেই জোটের গঠনের বিষয়ে ঘোষণা দেওয়া হয়। সিডিইউর দলনেতা ফ্রিড্রিশ ম্যার্ৎস, সিএসইউর দলনেতা মার্কোস স্যোডার এবং এসপিডির রাজনীতিবিদ সাসকিয়া এসকেন ও ক্লিংবাইল উপস্থিত ছিলেন। জোটের ঘোষণার সময়ে দেয়া বক্তৃতায় ফ্রিড্রিশ ম্যার্ৎস বলেন, 'জোট সরকার আমাদের দেশকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে।' জার্মানির নতুন সরকারের জোটে কোন কোন দল থাকছে সে বিষয়টি রাজনৈতিক অঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতা গ্রহণের পর উদ্ভূত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতায় কারা জার্মানির, অর্থাৎ ইউরোপের শক্তিশালী অর্থনীতির এই দেশটির নেতৃত্বে আসছেন, তা অনেক বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। ২৩ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত মধ্যবর্তী নির্বাচনে সর্বাধিক প্রায় ২৯ ভাগ ভোট নিয়ে চালকের আসনে রয়েছে সিডিউই-সিএসইউ। সেই হিসেবে ফ্রিড্রিশ ম্যার্ৎস হতে যাচ্ছেন জার্মানির পরবর্তী চ্যান্সেলর। তার আগে জোটে মতানৈক্যের জেরে ভেঙে পড়েছিল এসপিডির নেতৃত্বাধীন ওলাফ শলৎসের সরকার। সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়, জোট গঠনের আলোচনায় মূল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল অর্থনৈতিক পরিস্থিতি। জানা গেছে, দু'দলই সরকারের সরকারি ঋণ নিয়ে, জার্মান ভাষায় শুলডেনব্রেমজে, কঠোর সাংবিধানিক নীতি তৈরিতে একমত হয়েছে। এই নিয়মে পরিবর্তন আনা গেলে জার্মান সরকার প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়ের পরিমাণ বাড়াতে পারবে। সেইসাথে এই অবকাঠামো ও পরিবেশ সুরক্ষা খাতে পাঁচশ বিলিয়ন ইউরোর একটি প্যাকেজ তৈরি করতে পারবে সরকার।

ফ্রিড্রিশ ম্যার্ৎস বলেন, 'আমাদের সামনে একটি শক্তিশালী পরিকল্পনা রয়েছে, যেটি নিয়ে আমরা আমাদের দেশকে যৌথভাবে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো।' তিনি বলেন, 'জোটের এই চুক্তি দেশের নাগরিকদের কাছে একটি শক্তিশালী বার্তা। এবং এটি ইউরোপীয় মিত্রদের কাছেও একটি চিহ্ন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ভিডিও গেম খেলার সময় 'সাইবার বুলিংয়ের' শিকার ইলন মাস্ক

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি ইলন মাস্ক একটি ভিডিও গেম লাইভস্ট্রিমের সময় বারবার পরাজিত হয়ে এবং অনলাইনে মন্তব্যকারীদের উপহাসের শিকার হয়ে রেগে গেম খেলা বাদ দেন।

দ্য টেলিগ্রাফের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, মূলত মাস্ক স্টারলিংকের ইন-ফ্লাইট ওয়াইফাই প্রদর্শনের জন্য তার প্রাইভেট জেট থেকে 'পাথ অব এক্সাইল ২' গেমটি খেলে সরাসরি সম্প্রচার করেন। এ সময় তিনি প্রায় ৯০ মিনিট ধরে চুপচাপ খেলার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু তার চরিত্রটি বারবার মারা পড়ছিল; যদিও মাস্কের দাবি ছিল যে তিনি বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়দের একজন।

মাস্ক এই গেমটি খেলার সময় গেমের চ্যাট অপশন সবার জন্য খোলা রেখেছিলেন। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি সাইবার বুলিংয়ের শিকার হন। তার গেম খেলার দক্ষতা ও ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে তীব্র বিদ্রূপ করতে থাকে অনেকে।

একটি বার্তায় যা মাস্কের মাথার পাশে স্ক্রিনে দেখা যায়, লেখা ছিল: 'তুমি সবসময় অনিরাপদ বোধ করবে এবং তা কখনো দূর হবে না।' অন্য একজন ব্যবহারকারী, যিনি নিজেকে একজন রক্ষণশীল প্রভাবশালী হিসেবে পরিচয় দেন এবং দাবি করেন যে তিনি মাস্কের ১৩তম সন্তানের মা। তিনি লেখেন, 'ইলন। আমি, অ্যাশলি সেন্ট ক্লেয়ার। তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করার আর কোনো উপায় ছিল না, তাই আমি পিওই২-এর প্রাথমিক সংস্করণ কিনে নিয়েছি।

অনুগ্রহ করে শিশুসন্তানের খরচ দাও। ধন্যবাদ ইলন।'

আরো এক বার্তায় বলা হয়, 'মাস্ক যেন ট্রাম্পের সঙ্গে যৌন কার্যকলাপে লিপ্ত হন যাতে প্রেসিডেন্ট হার্ট অ্যাটাকে মারা যান।' অন্য একটি মন্তব্যে তার বিচ্ছিন্ন কন্যা ভিভিয়ান উইলসন পরিচয় দেওয়া একজন লেখেন, 'মাস্ক ভিডিও গেমে সত্যিই খারাপ।' কেউ কেউ তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করে বলেন, যেন তিনি ইন-গেম চ্যাট বন্ধ করে দেন যাতে অপমানজনক বার্তা আর না আসে। তবে খেলার মৌলিক নিয়ন্ত্রণ শেখানোর জন্য নির্ধারিত অংশে 'বস' তার চরিত্রটিকে বারবার মেরে ফেলার কারণে মাস্ক তার খেলা বন্ধ করে দেন এবং বলেন যে, সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। যদিও স্ট্রিমটি তখনও লাইভ অবস্থায় ছিল।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৫৭মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.০০মি.

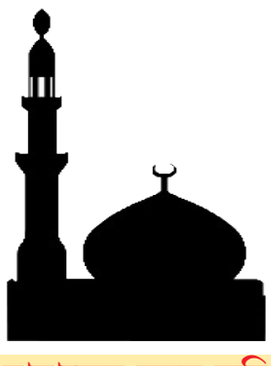

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৫৭	৫.১৯
যোহর	১১.৪৩	
আসর	৪.০৭	
মাগরিব	৬.০০	
এশা	৭.১১	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৯	

আফ্রিকার জাতীয় উদ্যানে বহু জলহস্তীর মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: আফ্রিকার প্রাচীনতম জাতীয় উদ্যানে অ্যানথ্রাক্সের বিষক্রিয়ায় বহু জলহস্তী মারা গেছে। ভিরুঙ্গা ন্যাশনাল পার্ক হলো, ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গোর পূর্ব অংশে আলবার্টিন রিফ্ট ভ্যালির একটি জাতীয় উদ্যান। এটি ১৯২৫ সালে তৈরি করা হয়েছিল।

রয়টার্স জানিয়েছে, ভিরুঙ্গা জাতীয় উদ্যানে কমপক্ষে ৫০টি প্রাণী মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে।

ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিতে যাচ্ছে ফ্রান্স

আপনজন ডেস্ক: আগামী কয়েক মাসের মধ্যে ফিলিস্তিনিকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিতে যাচ্ছে ফ্রান্স। জুনে নিউইয়র্কে জাতিসংঘের কনফারেন্সে ফিলিস্তিনিকে স্বাধীন দেশ হিসেবে ঘোষণা করতে পারে ফ্রান্স। দেশটির প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাঁক্রো বুধবার (৯ এপ্রিল) এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি ফরাসি সংবাদমাধ্যম ফ্রান্স-৫ টেলিভিশনকে বলেছেন, "আমাদের অবশ্যই (ফিলিস্তিনকে) স্বীকৃতির দিকে যেতে হবে এবং এটি আমরা কয়েক মাসের মধ্যে করব। আমাদের লক্ষ্য হলো জুনে সৌদি আরবের সঙ্গে জাতিসংঘের কনফারেন্সে নেতৃত্ব দেওয়া। যেখানে আমরা একাধিক পার্টির সঙ্গে ফিলিস্তিনিকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়টি চূড়ান্ত করতে পারব।" ম্যাক্রোঁ আরও বলেন, 'আমি এটি করব। কারণ আমি মনে করি একটি সময় এটি সঠিক হবে এবং আমি একটি যৌথ গতিশীলতাতে যুক্ত হতে চাই, যেটিতে যারা ফিলিস্তিনিকে সমর্থন করেন তারা এর বদলে ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দেবেন। যেটি তাদের অনেকেই করেন না।'

এদিকে ফ্রান্সের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে ফিলিস্তিনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভার্সেন আঘাবেকিয়ান শাহিন। তিনি বার্তাসংস্থা এএফপিকে বলেছেন, ফিলিস্তিনকে ফ্রান্সের স্বীকৃতি 'ফিলিস্তিনের অধিকার রক্ষা এবং দ্বিরাষ্ট্র নীতির দিকে একটি সঠিক পদক্ষেপ হবে।' ফ্রান্স দীর্ঘদিন ধরেই ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিন আলাদা দুটি রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে মতামত দিচ্ছে।

বেলুচিস্তানে মাহরাং বালোচের মুক্তির দাবিতে ধর্মঘট পালিত

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের বেলুচিস্তানে বিওয়াইসি নেতা ড. মাহরাং বালোচ এবং অন্য নারী কর্মীদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে প্রাদেশিক সরকারের বিরুদ্ধে ধর্মঘট পালিত হয়েছে। গত সোমবার (৭ এপ্রিল) বেলুচিস্তান ন্যাশনাল পার্টি-মেঙ্গাল (বিএনপি-এম) সভাপতি সরদার আখতার মেঙ্গালের ডাকে বেলুচিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় ধর্মঘট পালিত হয়েছে। ডনের খবরে বলা হয়, বিক্ষোভকারীরা যারা ওয়াধ থেকে কোয়েটা পর্যন্ত দীর্ঘ পদযাত্রার পরিকল্পনা করেছিলেন, তারা গত ১১ দিন ধরে লাকপাস এলাকার কাছে অবস্থান ধর্মঘট করছিলেন। এ কারণে প্রশাসন সেখানে কঠোর নিরাপত্তা মোতায়েন করে এবং কোয়েটাকে কালাত এবং রাখশন বিভাগের সঙ্গে সংযোগকারী সুড়ঙ্গটি বন্ধ করে দেয়। সরকারি কর্তৃপক্ষ সরদার আখতার মেঙ্গলকে সতর্ক করে দিয়েছিল যে তিনি এবং অন্যান্য বিক্ষোভকারী কোয়েটা জেলার সীমানায় প্রবেশ করলে তাদের জননিরাপত্তা রক্ষণাবেক্ষণ আদেশ আইনে গ্রেপ্তার করা হবে। এ ছাড়া কোয়েটা জেলায় গণজমায়েত নিষিদ্ধ করতে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছিল। বিএনপি নেতাদের মতে, বেলুচিস্তানের বেশির ভাগ এলাকায় ধর্মঘট পালিত হয়েছে। তারা আরো দাবি করেন, ওয়াধে পুলিশের গুলিতে তাদের দলের চারজন কর্মী আহত হয়েছেন।

১৭ জন ছদ্মবেশী সামরিক সদস্যকে হত্যার দাবি পাপুয়া বিদ্রোহীদের

আপনজন ডেস্ক: ইন্দোনেশিয়ার পাপুয়া অঞ্চলের বিদ্রোহীরা ১৭ জনেরও বেশি মানুষকে হত্যা করেছে বলে জানিয়েছে। যাদের হত্যা করা হয়েছে তারা ছদ্মবেশী (সোনার খনির শ্রমিক) সামরিক সদস্য ছিলেন বলে বিদ্রোহীরা আজ বৃহস্পতিবার দাবি করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, বিদ্রোহীরা দুইজনকে জিম্মি করে রেখেছিল।

দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ফ্রেগা ওয়েনাস সাংবাদিকদের বলেছেন, ওই এলাকায় ১১ জন অবৈধ খনি শ্রমিককে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে এবং তারা সামরিক কর্মকর্তা ছিলেন না।

এটা বিদ্রোহীদের প্রচারণা।

পৃথকভাবে, বৃহস্পতিবার পুলিশ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, এলাকার ৩৫ জনকে অন্য জেলায় সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। দুই বাসিন্দা এখনও বিদ্রোহীদের হাতে জিম্মি রয়েছে।

পাপুয়া বিদ্রোহীদের মুখপাত্র সেবি সাম্বম এক বিবৃতিতে বলেছেন, বিদ্রোহীরা ৬ এপ্রিল থেকে ১৭ জনেরও বেশি মানুষকে হত্যা করেছে।

তিনি দাবি করেছেন, নিহতরা সোনার খনির শ্রমিকের ছদ্মবেশে সামরিক সদস্য ছিলেন।

তিনি আরো বলেন, 'যদি ইন্দোনেশিয়ার সরকারি সেনাবাহিনী আমাদের তাড়া করতে চায়, তাহলে দয়া করে ডেকাই শহরে আসুন। আমরা শহরে আছি।'

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

২০ বর্ষ, ৯৭ সংখ্যা, ২৭ চৈত্র ১৪৩১, ১২ শাওয়াল ১৪৪৬ হিজরি

নেতার বৈশিষ্ট্য

একজন রাজনৈতিক নেতার বৈশিষ্ট্য কী হইবে তাহা লইয়া একটি বৈশ্বিক ধারণা রহিয়াছে। সেই ধারণাটি হইল, দেশ পরিচালনাকারী তথা নেতার মধ্যে পাঁচটি গুণ থাকিতে হইবে : শৃঙ্খলা, বিশ্বস্ততা, সাহস, মানুষের প্রতি যত্নশীল হওয়া এবং বুদ্ধিমত্তা।

লিখিত অসংখ্য গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা যায় যেইখানে একজন নেতার কথা বলা হইয়াছে, তিনি হইবেন সিদ্ধান্ত গ্রহণে দক্ষ, উন্নতিসাধনের জন্য গৃহীত কার্যাবলির ব্যাপারে দৃঢ়, বিভিন্ন বিষয়ে ব্যবস্থাপনা ও সমাধানে ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন এবং সর্বোপরি কোনটা সঠিক তাহা বুঝিবার জ্ঞান তাহার থাকিতে হইবে। এই সকল গুণাগুণ না থাকিলে রাষ্ট্র অসফল হইতে পারে, এমন কথাও কোনো কোনো গ্রন্থে উল্লেখ করা হইয়াছে। যদিও এমআইটির অর্থনীতিবিদ দারোন অ্যাসমগুলু এবং হার্ভার্ডের রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জেমস এ রবিনসনের যৌথভাবে লিখিত 'হোয়াই ন্যাশনস ফেইল' গ্রন্থে তাহারা অর্থনীতিকে রাষ্ট্রের সফলতা এবং বিফলতার সহিত একই সূত্রে বাঁধিয়াছেন, যাহা প্রকারান্তরে নেতার সফলতা-বিফলতারই প্রতিফলন।

তবে বর্তমান সময়ে ভালো হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে, সেই বিচারে না গিয়া ইহা বলা যায় যে, বিশ্বের নেতাদের আচরণ ও বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন আসিয়াছে। অর্থাত্ বিগত দিনের নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গির সহিত বর্তমান বিশ্বের নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বর্তমানে বিশ্বনেতারা প্রতিপক্ষের বিষয়ে কিংবা ভিন্ন দেশের বিষয়ে অধিক সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন।

অর্থাত্ কথাবার্তায় কূটনৈতিক নর্ম অনুসরণ না করিয়া সহজ ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করিতেছেন। এখনকার বিশ্ব বিগত বিশ্বের চাইতে অনেক জটিল ও স্পর্শকাতর হইয়া উঠিয়াছে। এক দেশের সহিত আরেক দেশের প্রতিযোগিতা কেবল অর্থনীতি বা যুদ্ধাস্ত্রে সীমাবদ্ধ নাই। যুক্ত হইয়াছে প্রযুক্তি, মহাকাশ প্রতিযোগিতাসহ নানা বিষয়।

আধুনিক সময় একজন রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারপ্রধান দেশের অভ্যন্তরের অথবা বহির্বিশ্বের কোনো বিষয় লইয়া তাহার মত, দৃষ্টিভঙ্গি এবং বক্তব্য প্রকাশ করেন টুইটার (বর্তমানে এক্স), ফেসবুক অথবা অন্য কোনো সোশ্যাল মিডিয়ায়।

এবং ইহা করিতে দেখা যায় কোনো ঘটনার কয়েক মিনিটের মধ্যেই। তিনি পোস্ট করিবার এক সেকেন্ডের মধ্যেই অন্য একজন নেতা তাহা দেখিতে পান এবং তাহার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। ইহাদের ভালোমন্দ দুইটি বিষয়ই রহিয়াছে। নেতাদের মধ্যে আন্তরিকতাও যেমন বাড়িতেছে, তেমনি বৈরী ভাবও প্রকট হইতেছে। সম্পর্কের উঠানামাও ঘটিতেছে রাতারাতি।

অন্যদিকে আমরা লক্ষ করিয়া থাকি, যেই সকল দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা দৃঢ়, সেই সকল দেশের নেতারা শুধু কথা বলায় সীমাবদ্ধ থাকেন না, বরং সরকারের কাজেও অধিকতর মনোনিবেশ করিয়া থাকেন।

হয়তো সেই কারণেই ফ্রাংকলিন ডি রুজভেল্ট বলিয়াছিলেন, 'তাহারাই হইল সত্যিকার সফল রাজনৈতিক নেতা, যাহারা রাজনীতির চাইতে সরকারি কাজে অধিক মনোনিবেশ করেন।'

তবে ভিন্ন কথাও আছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগবিষয়ক প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ মার্ক স্কাউজেন তাহার একটি গ্রন্থে লিখিয়াছেন, 'আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের রাজনীতিবিদদের পরিবর্তন করিতে পারিব না, যতক্ষণ পর্যন্ত জনগণকে পরিবর্তন করিতে পারিব না, যাহারা তাহাদের ভোট দেয়।'

ইহাও একটি বাস্তবতা। কারণ মানুষের মধ্য হইতেই তো নেতা উঠিয়া আসিতেছে। তাহারাও সমাজের অংশ। তাহাদের মধ্যেও সমাজের চিন্তা প্রতিফলিত হওয়া অস্বাভাবিক নহে।

•••••••••••••

চিন ও ইউরোপ কীভাবে মার্কিন শুল্ক ঝড় রুখবে

যুক্তরাষ্ট্রের 'পারস্পরিক শুল্কনীতি' অনেকটাই বুমেরাং হয়ে ফিরতে পারে। একদিকে এটি নিজের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে; অন্যদিকে ইউরোপকে আরও আত্মনির্ভর, বহুমুখী ও কৌশলগতভাবে স্বাধীন হওয়ার পথ দেখাবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ গড়ে উঠবে এই প্রতিক্রিয়াগুলোর মধ্য দিয়েই। আর সেখানে টিকে থাকতে হলে শুধু শুল্ক নয়, দরকার হবে দূরদর্শী কৌশল, সঠিক অংশীদার নির্বাচন এবং বৈশ্বিক পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার মতো স্থিতিশীলতা। লিখেছেন **ক্লস এফ জিমারম্যান**।

অ্যাডাম স্মিথের লেখা বিখ্যাত বই দ্য ওয়েলথ অব ন্যাশনস অর্থনীতির জগতে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছিল। স্মিথ বলেছিলেন, ভাগ ভাগ করে কাজ করলে উৎপাদন ও দক্ষতা বাড়ে। দেশগুলোর মধ্যেও এই একই নিয়ম প্রযোজ্য। যে দেশ যেটা সবচেয়ে ভালো করতে পারে, সেটাই উৎপাদন করবে এবং অন্য দেশের সঙ্গে বিনিময় করবে। কিন্তু শুল্ক বা ট্যারিফের মতো বাধাগুলো এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে, অর্থনীতিকে করে তোলে অকার্যকর এবং শেষ পর্যন্ত ক্ষতিই বেশি হয়।

এই সুপ্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের পরও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আবারও শুল্কনীতির পক্ষে সওয়াল করছেন। তিনি দাবি করেন, শুল্ক আরোপের মাধ্যমে 'আমেরিকাকে আবার মহান' করে তোলা যাবে। ট্রাম্পের 'পারস্পরিক শুল্কনীতি' অনুযায়ী, যেসব দেশ আমেরিকান পণ্যে শুল্ক বসায়, তাদের পণ্যের ওপর আমেরিকাও পাল্টা শুল্ক আরোপ করবে। এতে নাকি আমেরিকার শিল্প এবং চাকরি রক্ষা পাবে এবং রাজস্বও বাড়বে।

শুল্ক আসলে কী করে

কিন্তু বাস্তব চিত্রটা ভিন্ন। শুল্ক মূলত ভোক্তা ও ব্যবসার ওপর একধরনের করের মতো কাজ করে। এতে আমদানি করা পণ্যের দাম বাড়ে, যার ফলাফল হয় মূল্যস্ফীতি। যেসব শিল্প বিদেশি কাঁচামাল ব্যবহার করে, তাদের উৎপাদন খরচ বেড়ে যায় আর এই বাড়তি খরচ পড়ে সাধারণ ক্রেতার ঘাড়ে। অন্যদিকে প্রতিশোধমূলক শুল্ক বসিয়ে অন্যান্য দেশও পাল্টা পদক্ষেপ নেয়। ফলে মার্কিন রপ্তানিকারকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বিদেশি বাজার হারায় এবং এর প্রভাবে চাকরি হারান বহু মানুষ। এককথায়, সাময়িক যে রাজস্ব আসে, তা এই আর্থিক ক্ষতির তুলনায় নেহাতই সামান্য।

বিভিন্ন প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, এই 'পারস্পরিক শুল্কনীতি' সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ব্রাজিল এবং ভারতকে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির আশঙ্কায় আছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন বা ইইউ। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কের মূল লক্ষ্য ইউরোপের এমন সব খাত, যেগুলোর প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান অনেক শক্তিশালী। বিশেষ করে ইউরোপের গাড়িশিল্প এই শুল্কের বড় শিকার হতে পারে। সেই সঙ্গে যন্ত্রপাতি, ওষুধ এবং মহাকাশপ্রযুক্তি—এ তিনটি গুরুত্বপূর্ণ খাতও মারাত্মকভাবে ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে। দীর্ঘ সময় ধরে শুল্কসংক্রান্ত উত্তেজনা চলতে থাকলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থনীতিতে মন্দা দেখা দিতে পারে। সব মিলিয়ে বিশ্বব্যাপী পারস্পরিক সহযোগিতা ও মুক্তবাণিজ্যের বদলে যদি দেশগুলো একে অপরের ওপর শুল্ক চাপিয়ে দেয়, তাহলে ক্ষতিটা সবারই হবে।

ইউরোপ যে ঝামেলায় পড়েছে

এই মুহূর্তে ইউরোপীয় গাড়ি নির্মাতারা কঠিন এক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছেন। একদিকে বৈদ্যুতিক গাড়ির উৎপাদনে চীন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। অন্যদিকে ট্রাম্প প্রশাসনের চাপও ক্রমেই বাড়ছে। চীনা কোম্পানিগুলোর উদ্ভাবন ও উৎপাদনদক্ষতা ইউরোপীয় গাড়িশিল্পের জন্য একটা বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে ইউরোপ এখনো পুরোপুরি প্রস্তুত নয়।

এর মধ্যে আরও চাপ তৈরি করছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বড় বড় ইউরোপীয় কোম্পানিকে যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদনকেন্দ্র সরিয়ে আনার জন্য চাপ দিচ্ছেন। তাঁর যুক্তি, এতে আমেরিকায় চাকরি তৈরি হবে এবং অর্থনীতি মজবুত হবে।

অথচ ইউরোপ ও অন্যান্য দেশ থেকে আসা শিক্ষিত পেশাজীবীদের অভিবাসনের মাধ্যমেও যুক্তরাষ্ট্র অনেক লাভবান হচ্ছে। ইলন মাস্কের কথাই ধরা যাক। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় বড় হয়েছেন, পড়ালেখা করেছেন কানাডায় এবং পরে যুক্তরাষ্ট্রে এসে টেসলা ও স্পেসএক্সের মতো বৈপ্লবিক কোম্পানি গড়ে তুলেছেন।

শুল্ক আরোপে ইউরোপ যা করতে পারে

শুল্ক আরোপের হুমকি হয়তো কেবল একটা কৌশলগত চাল। এতে হয়তো ইউরোপকে চাপ দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র নিজের পণ্য বেশি বিক্রি করতে চায়, বিশেষ করে তেল ও গ্যাসের মতো খাতে। ইউরোপ চাইলে পাল্টা পদক্ষেপ নিতে পারে, যেমন যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যে পাল্টা শুল্ক বসানো, যাতে সেগুলো ইউরোপীয় বাজারে কম প্রতিযোগিতামূলক হয়ে পড়ে। এমন পদক্ষেপ নিলে ঝুঁকি রয়েছে। বাণিজ্যযুদ্ধ বাড়তে থাকলে তা দুই পক্ষের অর্থনীতির জন্যই ক্ষতিকর হতে পারে। এর চেয়ে কৌশলগত দিক দিয়ে ভালো হবে, যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে ইউরোপের বাণিজ্যিক সম্পর্ককে আরও বৈচিত্র্যপূর্ণ করা।

একদিকে এই শুল্ক আরোপ নিজের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে; অন্যদিকে ইউরোপকে আরও আত্মনির্ভর, বহুমুখী ও কৌশলগতভাবে স্বাধীন হওয়ার পথ দেখাবে।

এই কৌশলের অংশ হিসেবে ইউরোপ ইতিমধ্যেই লাতিন আমেরিকা, কানাডা ও ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তির পথে হাঁটছে। উদ্দেশ্য, নতুনবাজারে প্রবেশাধিকার বাড়ানো এবং নির্দিষ্ট কোনো অংশীদারের ওপর নির্ভরতা কমানো।

সম্প্রতি ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও মারকোসুর জোটের চারটি দেশ—আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, প্যারাগুয়ে ও উরুগুয়ে—একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক চুক্তিতে পৌঁছেছে। এই অঞ্চল ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য ও বিনিয়োগ অংশীদার। এই সম্পর্ক আরও গভীর হলে উভয় পক্ষই লাভবান হবে।

এ ছাড়া ইউরোপ যদি চীনের সঙ্গে সম্পর্ক আরও জোরদার করে, তাহলে তারা বিশাল একটি বাজারে প্রবেশ করতে পারবে। বিশেষ করে স্বয়ংচালিত গাড়ি, বিলাসপণ্য ও ওষুধশিল্পে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চলমান টানাপোড়েনের কারণে চীনও ইউরোপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়তে আগ্রহী হতে পারে। এতে ইউরোপের রপ্তানিতে সুবিধা আসবে, বিনিয়োগের নতুন সুযোগ তৈরি হবে, এমনকি শুল্ক কমানোর ব্যবস্থাও হতে পারে।

ইউরোপ এবং ভারত এই বছর শেষের মধ্যেই ঐতিহাসিক এই চুক্তি স্বাক্ষর করতে চায়। তাহলে এটা হবে বিশ্বের সবচেয়ে বড় বাণিজ্য চুক্তিগুলোর একটি। ইউরোপীয় ইউনিয়ন চায়, ভারতের বাজারে তাদের গাড়ি ও পানীয় পণ্যের প্রবেশাধিকারের সুযোগ বাড়ুক। পাশাপাশি তারা বিনিয়োগ-সংক্রান্ত আরও বিস্তৃত চুক্তির জন্যও চাপ দিচ্ছে।

ট্রাম্পের শুল্কনীতি খুব বেশি কার্যকর হবে না

সব মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে, বাণিজ্যযুদ্ধ নয়; বরং কৌশলী সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং বিকল্প বাজারে প্রবেশ করাই হতে পারে ইউরোপের পক্ষ থেকে সবচেয়ে কার্যকর জবাব। বাণিজ্যের রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের চাপের মোকাবিলায় ইউরোপ এখন চুপচাপ থেকে নয়, সক্রিয় কূটনীতির মাধ্যমে নিজের পথ তৈরি করছে। যদিও ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ভারতের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির আলোচনায় অনেক অগ্রগতি হয়েছে, কৃষি খাতে এখনো জট কাটছে না। দুই পক্ষই এই বিষয়ে আপস খুঁজে পেতে হিমশিম খাচ্ছে। কৃষিকে ঘিরে থাকা জটিল রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বার্থের কারণে এই আলোচনা এখনো সহজ হয়নি।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্র ট্রাম্প প্রশাসনের সময় থেকে যেভাবে শুল্ক আরোপের মাধ্যমে অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগের চেষ্টা করছে, তাতে ধারণা করা হয়েছিল, ইউরোপই সবচেয়ে বড় ক্ষতির মুখে পড়বে। কিন্তু বাস্তবে সেই আশঙ্কা পুরোপুরি সত্যি হয়নি। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এখনো একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক জোট। তার রয়েছে বিশাল অভ্যন্তরীণ বাজার এবং বৈচিত্র্যময় রপ্তানিনির্ভর অর্থনীতি। ছোট অর্থনীতিগুলোর মতো ইউরোপ সহজে বাণিজ্যিক ধাক্কায় ভেঙে পড়ে না; বরং তারা দ্রুত কৌশল বদলাতে এবং নতুন বাণিজ্যিক পথ খুঁজে নিতে পারে। এ ছাড়া তাদের বহুপক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তিগুলো বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তাদের বড় সহায়।

এই কারণেই বিশ্লেষকদের ধারণা, যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কনীতি খুব বেশি কার্যকর হবে না; বরং এটি নিজের দেশের ভেতরেই সমালোচনার মুখে পড়বে। কারণ, আমেরিকার ব্যবসা ও ভোক্তারা উচ্চমূল্য ও বাজার সংকোচনের মতো সমস্যার মুখোমুখি হবেন।

এই পরিস্থিতিতে ইউরোপের পক্ষ থেকে আরও স্বাধীন কৌশল গঠনের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে—শুধু অর্থনীতি নয়, পররাষ্ট্রনীতি এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রেও; অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা কমিয়ে ইউরোপ নিজস্ব স্বার্থে ভিত্তি করে আরও ভারসাম্যপূর্ণ কূটনৈতিক ও নিরাপত্তানীতির দিকে এগোতে পারে।

চীনের সঙ্গে ইউরোপের ঘনিষ্ঠতা

এই পরিবর্তনের বড় দিক হতে পারে চীনের সঙ্গে ইউরোপের ঘনিষ্ঠতা। যদিও সম্প্রতি আলোচনায় উঠে এসেছে, চীনের ওপর নির্ভরতা কমানো দরকার, বিশেষ করে কাঁচামাল ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, বাণিজ্যিক স্থিতিশীলতা এবং যৌথ স্বার্থে চীন-ইউরোপ সম্পর্ক আরও দৃঢ় হতে পারে। চীনও এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ইউরোপে নিজের অবস্থান আরও জোরদার করতে চাইবে, বিশেষ করে বিনিয়োগ ও বাজার প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে।

একই সঙ্গে ইউরোপ দীর্ঘমেয়াদি কৌশলে উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন অভিবাসী টানার দিকে নজর দিচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের মতো, ইউরোপও চায়, তাদের উদ্ভাবনী খাত প্রতিযোগিতামূলক থাকুক। অভিবাসী পেশাজীবীদের আকৃষ্ট করে ইউরোপ তার গবেষণা, প্রযুক্তি ও শিল্প খাতে সক্ষমতা বাড়াতে চায়।

সর্বশেষ বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের 'পারস্পরিক শুল্কনীতি' অনেকটাই বুমেরাং হয়ে ফিরতে পারে। একদিকে এটি নিজের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে; অন্যদিকে ইউরোপকে আরও আত্মনির্ভর, বহুমুখী ও কৌশলগতভাবে স্বাধীন হওয়ার পথ দেখাবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ গড়ে উঠবে এই প্রতিক্রিয়াগুলোর মধ্য দিয়েই। আর সেখানে টিকে থাকতে হলে শুধু শুল্ক নয়, দরকার হবে দূরদর্শী কৌশল, সঠিক অংশীদার নির্বাচন এবং বৈশ্বিক পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার মতো স্থিতিশীলতা।

ক্লস এফ জিমারম্যান বার্লিনের ফ্রি ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক, জার্মানিভিত্তিক গ্লোবাল লেবার অর্গানাইজেশনের প্রেসিডেন্ট
চায়না ডেইলি থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনুবাদ

আ. ফ. ম. ইকবাল

বিশ্বের ভূ-রাজনীতিতে কোথায় দাঁড়িয়ে মুসলমান সমাজ?

সামগ্রিকভাবে বিশ্ব-রাজনীতি হামেশাই এক জটিল বিষয়। বিশ্ব রাজনীতিতে ক্ষমতার প্রসার, সংস্থানের সুলভতা এবং মতাদর্শের লড়াইয়ে প্রায়শই ধর্মকে অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার হয়ে আসছে। বিশ্বের যেকোন দেশে মুসলমানরা যখন সংসদীয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করে, তাদের কামনা থাকে এমন একটি সরকার গঠিত হোক, যেখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ বা ভাষার ভিত্তিতে সকল নাগরিকের সমান অগ্রাধিকার নিশ্চিত করে। কারও বিরুদ্ধে কোনধরনের বৈষম্য হোক-তা কামনা করে না।

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমান সমাজ সাধারণত ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের পক্ষে অবস্থান করে। কেননা সংবিধান প্রদত্ত অধিকারের মাধ্যমে যেসব নাগরিক সুরক্ষার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে, তার প্রতি তাদের গভীর আস্থা রয়েছে। কিন্তু যখন বিশ্ব রাজনীতির কথা আসে, তখন এই উপমহাদেশের মুসলমানরা প্রায়শই আরব দেশগুলোর রাজনীতি শিয়া বনাম সুন্নির দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে থাকে।

ধরে নেয়া যাক ফিলিস্তিন সংকটের কথা। বাহ্যত এই ইস্যুতে মুসলমানদের অনুভূতি ঐক্যবদ্ধ বলেই মনে হয়। কিন্তু যদি গভীরভাবে তলিয়ে দেখা যায়, তাহলে এখানেও ধর্মের ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন শিবির রয়েছে। ফিলিস্তিনে সুন্নি মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। অথচ তারা সর্বাধিক সহায়তা পেয়ে আসছে শিয়া সম্প্রদায়ের কাছ থেকে। যেমন ইরান, ইরাক, লেবানন এবং ইয়েমেনের হুতি-র মত শিয়া গোষ্ঠিগুলোই ফিলিস্তিনিদের প্রধান সহায়তা প্রদান করে আসছে। ঠিক এরই পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং তুর্কির মত সুন্নি প্রধান দেশগুলো কোনো না কোনোভাবে ইসরাইলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্বন্ধ বজায় রেখে চলেছে। অর্থাৎ কেবল ধর্মের ভিত্তিতে বিশ্ব-রাজনীতি পর্যবেক্ষণ করাই যথেষ্ট নয়, তার সঙ্গে অর্থনৈতিক এবং ভূ-রাজনৈতিক বিষয়গুলো অনুধাবন করাও আবশ্যক।

বিশ্বের যেখানেই প্রচুর পরিমাণে প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে, বৃহৎ শক্তিধর দেশগুলোর সেখানে চিলচোখ নিবদ্ধ হয়ে উঠে। সেই সব স্থানে তাদের হস্তক্ষেপ করার সম্ভাবনা হরহামেশাই রয়েছে। পশ্চিম এশিয়া তার সবচাইতে বড় উদাহরণ। এই অঞ্চলটি সর্বদা প্রাকৃতিক তেল ও গ্যাস ভাণ্ডারে ভরপুর। যার ফলে এই অঞ্চলটি বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলোর মধ্যে লড়াইয়ের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে আছে। ২০১১ সাল থেকে প্রারম্ভ হওয়া সিরিয়া দ্বন্দ্বের দিকে তাকিয়ে দেখা যাক। প্রাথমিকভাবে এই দ্বন্দ্বের পেছনে ধর্মীয় রঙ দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। অথচ বাস্তবে এটি ছিল ক্ষমতা এবং সম্পদের লড়াই। বাশার আল-আসাদ সরকারের সমর্থন ছিল রাশিয়া ও ইরানের প্রতি। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার দোসররা সমর্থন বাড়িয়ে দিয়েছিল বিদ্রোহীদের প্রতি। ইসলামী বিশ্বে এই যুদ্ধকে সুন্নি-শিয়া সংগ্রাম হিসাবে দেখা হয়েছিল যদিও, বাস্তবে সেটা ছিল তেল, গ্যাস পাইপলাইন এবং কৌশলগত সামরিক ঘাঁটির উপর নিয়ন্ত্রণের লড়াই।

প্রাসঙ্গিকভাবে লিবিয়ার আলোচনাও উঠে আসে। পশ্চিমা শক্তির মদদে ২০১১ সালে কর্নেল গাদ্দাফি সরকারের পতন ঘটানো হয়। তখন বলা হয়েছিল যে, লিবিয়ায় গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য গাদ্দাফি সরকারের পতন আবশ্যক হয়ে উঠেছিল। সেখানেও মূল কারণ

ছিল- লিবিয়ার তৈল ভাণ্ডারের নিয়ন্ত্রণ। আজ লিবিয়া এক অস্থির দেশে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন দলের মধ্যে সেখানে ক্ষমতার লড়াই অব্যাহত রয়েছে।

ভারতের রাজনৈতিক অভ্যন্তরে তাকিয়ে দেখা যাক। এখানে চলমান রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের পেছনেও প্রায় একই প্যাটার্ন পরিলক্ষিত হয়। আদিবাসী বহুল অঞ্চল সমূহে চলমান সংগ্রামকে প্রায়শই "আদিবাসী বনাম সরকার" বলে তুলে ধরা হয়। অনেক সময় মাওবাদীদের বিরুদ্ধে সরকারের পদক্ষেপ বলেও প্রচার করা হয়। কিন্তু এর মূলেও রয়েছে স্থানীয় সম্পদ নিয়ন্ত্রণের লড়াই। সরকার এবং বৃহৎ কর্পোরেট সংস্থাগুলো ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড় এবং ওডিশার মত খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ রাজ্যগুলোয় যথেচ্ছ পরিমাণ খনিজ উত্তোলনে সক্রিয় রয়েছে। অপরদিকে স্থানীয় সম্প্রদায়গুলোও চায় স্থানীয় সম্পদ এবং ভূমির উপর তাদের অধিকার তথা নিয়ন্ত্রণ। অর্থাৎ দ্বন্দ্বের মূলে সম্পদের লড়াই।

ঠিক একইভাবে, কাশ্মীরের নাগরিকদের বিরোধকে প্রায়শই ধর্মীয় দ্বন্দ্ব হিসাবে তুলে ধরা হয়। অথচ সেখানেও দ্বন্দ্বের আসল দিকটি হচ্ছে ভৌগলিক এবং রাজনৈতিক। জম্মু ও কাশ্মীর অঞ্চলটি কৌশলগতভাবে ভারত এবং পাকিস্তান উভয়েরই জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। আর সেখানকার জল সম্পদ এবং পর্যটন শিল্প সেই সংঘাতকে প্রভাবিত করে আসছে।

সমগ্র বিশ্বের রাজনীতি আজ এক নতুন যুগে প্রবেশ করছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো তাদের অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে উঠতে নতুন নতুন জোট তৈরি করছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার মধ্যে সম্পর্কের মধ্যে যে পরিবর্তনের লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তার প্রভাব আরব অঞ্চলের রাজনীতিতেও পরিলক্ষিত হতে শুরু করেছে। মধ্যপ্রাচ্যে ক্ষমতার ভারসাম্যে পরিবর্তন শুরু হয়েছে। সিরিয়ায় ক্ষমতার পরিবর্তন এবং আহমদ আল শারার সরকার গঠনের মাধ্যমে সেই পরিবর্তন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ওদিকে ইসরাইলের আগ্রাসন এখনও অব্যাহত রয়েছে। এসব পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে একথাই প্রতিভাত হয় যে, মধ্যপ্রাচ্য তথা পশ্চিম এশিয়ায় স্থিতিশীলতা আসতে এখনও যথেষ্ট সময় লাগবে।

বর্তমান এই গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক ভূরাজনৈতিক পরিমণ্ডলে নতুন খেলোয়াড় হিসাবে এখন চিনের আত্মপ্রকাশ ঘটছে। চিন তার "বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ" (বিআরআই) প্রকল্পের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছে। চিন পাকিস্তান আফগানিস্তান ও ইরানের সঙ্গে সুদৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। আর এই পদক্ষেপের মাধ্যমে ইসলামী বিশ্বে চিন তার অবস্থানকে আরও আরও মজবুত করার প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে।

উপরোল্লিখিত বৈশ্বিক পরিদৃশ্যে মুসলমানদের কেবল ধর্মীয় চশমা দিয়ে বৈশ্বিক রাজনীতির দিকে তাকালে চলবে না। বরং চাই এক বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি পরিগ্রহণ। উপলব্ধি করতে হবে শক্তির ভারসাম্য কখন কোথায় কিভাবে বজায় রাখতে হয়। আজকের বিশ্বে সম্পদের উপভোগ এবং অর্থনৈতিক স্বার্থই সবচেয়ে বড় কথা। যার জন্য বিশ্বব্যাপী সংগ্রাম অব্যাহত রয়েছে। আজকের ভারতবর্ষে মুসলমানদের উচিত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা। এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হওয়া। কেবলমাত্র সংবেদনশীল এবং আবেগিক স্লোগান থেকে দূরে থেকে বাস্তবসম্মত বিষয়গুলোতে মনোনিবেশ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আজ কেবল ভারতবর্ষেই নয়, বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের জন্য আবশ্যক হয়ে পড়েছে নিজ নিজ দেশে শিক্ষা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপরও জোর দেওয়া। এবং এসব কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করাই নয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অধিক সংখ্যক উদ্যোক্তা গড়ে তুলতে আবশ্যক পদক্ষেপ গ্রহণ করা। মনে রাখতে হবে যে, কোনও সম্প্রদায় কেবল রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সংগ্রামে জড়িয়ে পড়ে অগ্রগতি করতে পারে না। বিশ্বের রাজনীতি আজকের দিনে বহুমাত্রিক হয়ে উঠেছে। এই পারিপার্শ্বিকতায় জাতি, ধর্ম ও বর্ণের পাশাপাশি অর্থনৈতিক ও কৌশলগত স্বার্থও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। মুসলমানদের এই সকল দিকগুলো উপলব্ধি করতে হবে। সমকালীন প্রযুক্তি এবং কৌশলগুলোর যুক্তিযুক্ত ব্যবহারই একটি জাতিকে প্রাগ্রসরতার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

মুসলমান সমাজ যদি ক্ষুদ্র আবেগিক ধারণা সমূহ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে, তাহলে কেবল ভারতবর্ষেই নয়, বরং পুরো বিশ্বে তারা আরও কার্যকর এবং ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। যার ফলাফল কেবল নিজেদের জন্য নয়, পুরো মানবতার জন্য হয়ে উঠবে অধিক ফলপ্রসূ এবং কল্যাণকর।

প্রথম নজর

মল্লারপুর এলাকায় নাবালিকার বিয়ে আটকালো প্রশাসন

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম শেখ ● বীরভূম

আপনজন:বাল্যবিবাহ, কিশোরী গর্ভাবস্থা তথা কম বয়সে মাতৃত্ব নিবারণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য দপ্তর সহ জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বিভিন্ন ধরনের সচেতনতা মূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় । উল্লেখ্য জেলার বুকে এই সমস্যা প্রশাসন সহ বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকদের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এনিয়ে বিভিন্ন ধরনের সচেতনতা মূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।এতদসত্ত্বেও বাল্যবিবাহ বন্ধ করা যাচ্ছে না। প্রশাসনের ভয়ে বা নজর এড়াতে পার্শ্ববর্তী ঝাড়খণ্ড রাজ্যের আত্মীয় স্বজনের বাড়ি থেকে বিয়ের বন্দোবস্ত করা হচ্ছে বলে এরকম খবর পাওয়া গেছে। সম্প্রতি বাল্য বিবাহ বন্ধের ব্যাপারে একযোগে জেলাব্যাপী বিশেষ সচেতনতা মূলক কর্মসূচি পালন করা হয়। জেলার বুকে মাত্রাতিরিক্ত হারে বাড়ছে বাল্যবিবাহ। পড়াশোনা, সঠিক বয়সে বিবাহের লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী চালু করেছেন কন্যাশ্রী,রুপশ্রী প্রকল্প তবুও কমছে না বাল্য বিবাহ। সচেতনতা মূলক অনুষ্ঠান সহ নানান পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় বাল্যবিবাহ রোধে। তথাপি রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না যারপরনাই জেলা প্রশাসন সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও আধিকারিকদের নিয়ে ২৪ শে মার্চ জেলা জুড়ে একযোগে সর্বত্র বিশেষ কর্মসূচি পালিত হয় জেলার প্রতিটি অষ্টম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয়গুলোতে।এক পরিসংখ্যানে জানা যায় ২০২৪ সালের এপ্রিল থেকে ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত সিউড়ি মহকুমায় চুয়াল্লিশটি বাল্যবিবাহ বন্ধ করা গিয়েছে কিন্তু ৩২১৮টি বাল্যবিবাহ রোখা যায় নি। রামপুরহাট মহকুমায় ৪৩টি বাল্যবিবাহ বন্ধ করা গিয়েছে কিন্তু ৫৩৯৮টি বাল্যবিবাহ রোখা যায় নি । সেরূপ নবতম সংযোজন জেলার মল্লারপুর এলাকায় এক নাবালিকার বিয়ে রুখলো প্রশাসন। পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মল্লারপুর থানা এলাকায় একটি নাবালিকার বিয়ে বন্ধ করে দেয়। জানা যায় যে নাবালিকা মেয়েটির বিয়ে ঠিক হয়ে ছিল সাঁইথিয়া থানার একটি গ্রামে।আগামী ১৩ই এপ্রিল তারিখে তাদের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। গোপনসূত্রে খবর পাওয়া মাত্রই মল্লারপুর থানার পুলিশ মেয়ের বাড়িতে উপস্থিত হয় এবং বিয়ের আয়োজন বন্ধের ব্যবস্থা করে। মেয়ের বাবা ও মা কে বোঝানো হয় যে ১৮ বছরের নিচে মেয়ের বিয়ে দিলে কি কি শারীরিক ও মানসিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। আলোচনা শেষে নাবালিকার বাবার কাছে মুচলেখা নেওয়া হয় এই মর্মে যে মেয়ের বয়স ১৮ বছর না হওয়া পর্যন্ত তারা তাদের মেয়ের বিয়ে দেবে না। বাল্যবিবাহ রোধে এত ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করাই কি সার? উঠছে প্রশ্ন।

বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে নবীন বরণ নগর কলেজে

উম্মার সেখ ● কান্দি

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার খড়গ্রাম ব্লকের অন্তর্গত নগর কলেজে নবীন বরণ উৎসব আয়োজিত হল। একাধিক বিশিষ্টজনের উপস্থিতি এবং কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে তার পাশাপাশি অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ইন্ডিয়ান আইডলের সিজন ১৫ এর খ্যাতনামা সংগীত শিল্পী বিশ্বরূপ ব্যানার্জি এর উপস্থিতিতে নবীন বরণ উৎসব আয়োজিত হল।

অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খড়গ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা নগর কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি আশিস মার্জিত।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এই কলেজের অধ্যক্ষ অনিলেশ দে সহ অন্যান্য শিক্ষক, শিক্ষক প্রতিনিধি সহ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মঞ্জু আক্তারা বিবি।

এছাড়াও কলেজের সমস্ত বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলেন।

নাবালিকাকে যৌন হেনস্থা তমলুকে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● তমলুক

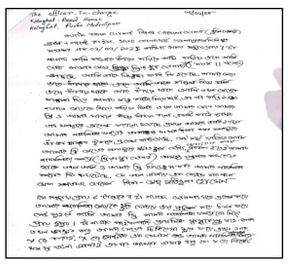

আপনজন: গত শনিবার এক নাবালিকাকে যৌন হেনস্থার পরে মলদ্বারে কাটা চামচ ঢুকিয়ে দেওয়ার মতো গুরুতর অভিযোগ ওঠে।গুরুতর অবস্থায় তমলুক তাম্রলিপ্ত মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন নাবালিকা।অভিযুক্তকে নিউটাউন থেকে গ্রেফতার করল কোলাঘাট থানার পুলিশ।পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাটের রাইন গ্রামের এক নাবালিকা মেয়েকে গত শনিবার যৌন হেনস্থা করে তার মলদ্বারে কাটা চামচ ঢুকিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল পাশের গ্রামের এক যুবকের বিরুদ্ধে। পরিবার সূত্রে জানা যায়, তারা যখন কাজে বেরিয়েছিলেন ঠিক সেই সময় ওই অভিযুক্ত যুবক তার নাবালিকা মেয়েকে বাড়িতে একা পেয়ে তাঁর বাড়িতে ঢুকে ধারালো অস্ত্র দেখিয়ে তাকে যৌন হেনস্থা করে তারপর নাবালিকার মলদ্বারে নৃশংস ভাবে ভাঙা চামচ ঢুকিয়ে দেয়। এরপর গুরুতর আহত অবস্থায় মেয়েটিকে তমলুক জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল।অভিযুক্ত যুবকের বিরুদ্ধে কোলাঘাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেন মেয়েটির বাবা। সোমবার রাতে কোলাঘাট থানার পুলিশ মূল অভিযুক্ত মমতাজ হোসেনকে গ্রেফতার করে কলকাতার নিউটাউন থেকে।ঘটনার পর থেকেই গা ঢাকা দিয়ে ছিল মূল অভিযুক্ত। ধৃত অভিযুক্তের সঙ্গে ওই নাবালিকার পুরনো কোন শত্রুতা আছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পসকো ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

প্রকাশ্যে দিবালোকে বালি চুরির ঘটনা মালদার মহানন্দা নদীতে

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মালদহে আবারো প্রকাশ্যে দিবালোকে বালি চুরির ঘটনা মালদায়। মহানন্দায় জেসিবি নামিয়ে তুলে ফেলা হচ্ছে দেদার বালি। সম্পূর্ণ অবৈধভাবে চলছে কোটি কোটি টাকার কারবার। বালি মাফিয়াদের দাপটে তটস্থ স্থানীয়রা। ইতিমধ্যেই নদীবক্ষে তৈরি হচ্ছে বিশাল বিশাল গর্ত। অভিযোগ,বেআইনি কারবারের পেছনে রয়েছে প্রভাবশালী চক্র। সংবাদ মাধ্যম ছবি তুলতে গেলে ছবি তুলতে বাধা সাংবাদিকদের হুমকি।একেই বোধহয় বলে বিনা পুঁজির ব্যবসা। সরকারকে রয়ালিটি না দিয়ে, দিনের পর দিন প্রকাশ্যে চলছে বালি লুটের কারবার। দিনভর নদীতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে জেসিবি আর ট্রাক্টর। সবমিলিয়ে দৈনিক বিপুল টাকার কারবার। এই কারবার চলছে মালদার ইংরেজবাজারের যদুপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের রায়পুর এলাকায়। স্থানীয়ভাবে মহানন্দার এই এলাকা পরিচিত “মেলা ঘাট” নামে। জানাগিয়েছে, প্রথমে নদীবক্ষ থেকে জেসিবি দিয়ে তোলা হচ্ছে বালি। এরপর ট্রাক্টরে বোঝাই করে নিয়ে গিয়ে জমা করা হচ্ছে খানিক দূরে প্রায় নির্জন এলাকায়। এখানে বিপুল পরিমাণ বালির মজুত ভান্ডার দেখে সহজেই বোঝা সম্ভব কি বিপুল পরিমাণ বালি লুট হচ্ছে নদী থেকে। উচ্চমানের না হলেও এই ধুস বালির চাহিদা প্রচুর। নতুন বাড়ি তৈরির সময় ভিত থেকে রাস্তা নির্মাণ বহু ক্ষেত্রেই এইবালির ব্যবহার হয়। যা প্রতি টলি পিছু সাতশো থেকে এক হাজার টাকা হিসেবে বিক্রি করা হচ্ছে। বালি লুটের এই অবৈধ কারবারের কথা স্বীকার করেছে জেসিবি চালক থেকে ট্রাক্টর কর্মী। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, এই অবাধ বালি চুরির কারবার দীর্ঘদিন ধরেই চলছে। মাঝে একবার পুলিশ হানা দিয়ে গাড়ি আটক করায় কয়েকদিন বন্ধ ছিল। এখন ফের যে কার সেই। স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, এই অবৈধ কারবারের পেছনে রয়েছে এলাকার তৃণমূল নেতা তথা পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামী শিস মোহম্মদ। যিনি এলাকায় পরিচিত ‘জুলুম’ নামে। যদিও মালদার ভূমি রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলাশাসক দেবহুতী ইন্দ্র জানিয়েছেন এক্ষেত্রে প্রশাসন উপযুক্ত পদক্ষেপ নেবে।এদিকে বালি চুরির ঘটনায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। তৃণমূল করলেই এইসব অসাধু ও বেআইনি কারবারের লাইসেন্স মিলে। এমনই কটাক্ষ বিজেপির মালদা জেলা সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায়ের। যদিও ইংরেজবাজারের তৃণমূল নেতা কৃষ্ণেন্দু নারায়ন চৌধুরির পাল্টা দাবি, কেউ ব্যক্তিগতভাবে অসাধু কারবার করলে দল যুক্ত নয়। বেআইনি হলে কড়া পদক্ষেপ নিক প্রশাসন।সংবাদমাধ্যমে খবর পেয়ে। জেলাশাসকের নির্দেশে মালদহে নদীর বালি লুটের ঘটনায় তৎক্ষণাৎ প্রশাসনিক অভিযান। অবৈধ বালি চুরি চক্রের চাই তৃণমূল নেতা ও পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামী শিস মোহম্মদ ওরফে জুলুমের বাড়িতে হানা মহকুমা শাসক, ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর ও পুলিশ প্রশাসন। বাড়ি থেকে বেপাত্তা জুলুম শেখ ও তাঁর পঞ্চায়েত সদস্য স্ত্রী। এরপর আম বাগানের ভেতর শহর একাধিক বালি মজুত ভান্ডারেও হানা। মহানন্দা নদীর ঘাটে নেমে বালি খননের ছবি দেখে তাজ্জব মালদহের মহকুমা শাসক পঙ্কজ তামাং। প্রশাসনের সামনে তৃণমূল নেতার অবৈধ কারবার নিয়ে সরব স্থানীয়রা। বহু বছর ধরে কোটি কোটি টাকার কারবার চলছে মহাকুমা শাসককে জানালেন স্থানীয়রা। প্রশাসনের তদন্তে জুলুমের অন্তত চারটি বালি মজুত ভান্ডারের হদিশ।দীর্ঘদিন ধরে বড়সড় অপরাধ, স্বীকার মহাকুমা শাসকের। বড় অংকের আর্থিক জরিমানা সহ আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ বলে জানান মহকুমা শাসক।

চুঁচুড়ায় হল রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের জেলা সম্মেলন

জিয়াউল হক ● চুঁচুড়া

আপনজন: চুঁচুড়ায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল প্রথম হুগলি জেলা সম্মেলন। চুঁচুড়ার রবীন্দ্রভবনে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়, যা জেলার সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে।সম্মেলনের সূচনালগ্নে ফেডারেশনের সদস্যরা চুঁচুড়ার ডি আই অফিস সংলগ্ন মাঠে একত্রিত হয়ে একটি বিশাল মিছিল করেন। এই মিছিল শহরের প্রধান রাস্তাগুলি পরিক্রমা করে পৌঁছায় রবীন্দ্রভবনে, যেখানে অনুষ্ঠিত হয় মূল অনুষ্ঠান।অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী ও ফেডারেশনের চেয়ারম্যান মানস রঞ্জন ভূঁইয়া। তিনি তাঁর বক্তব্যে কেন্দ্র সরকার কর্তৃক রাজ্যের প্রতি আর্থিক বঞ্চনা, বেতন খাতে অনুদান বিলম্ব এবং বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পে বরাদ্দ হ্রাসের বিরুদ্ধে সরব হন। তাঁর সাথে মঞ্চ ভাগ করেন ফেডারেশনের রাজ্য আহ্বায়ক প্রতাপ নায়েক, যিনি সরকারি কর্মচারীদের যৌক্তিক দাবি এবং অধিকারের প্রশ্নে ফেডারেশনের দৃঢ় অবস্থানের কথা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি রঞ্জন ধারা, চন্দননগরের মহানাগরিক রাম চক্রবর্তী, হুগলি-চুঁচুড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান অমিত রায়, তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি ও বিধায়ক অরিন্দম গুইন এবং বলাগড়ের বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারী সহ দলের অন্যান্য শীর্ষ নেতৃবৃন্দ। সম্মেলনে আলোচিত মূল বিষয়গুলোর মধ্যে ছিল কেন্দ্রের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, যেমন ওষুধ ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি, পেনশন সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা এবং কর্মচারীদের মর্যাদার প্রশ্ন। বক্তারা জানান, এই পরিস্থিতির পরিবর্তনের জন্য বৃহত্তর গণআন্দোলন গড়ে তোলা হবে। সর্বোপরি, এদিনের সম্মেলন ছিল কেন্দ্র সরকারের একাধিক জনবিরোধী সিদ্ধান্ত ও রাজ্যের প্রতি আর্থিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে এক ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ – যেখানে কর্মচারীদের স্বার্থ রক্ষায় ভবিষ্যতে আরও তীব্র আন্দোলনের ইঙ্গিত মিলেছে।

চাকরিহারা শিক্ষকদের উপর পুলিশি হেনস্থার প্রতিবাদে মিছিল

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: সদ্য চাকরিহারা শিক্ষকদের উপর পুলিশী আক্রমণের অভিযোগ তুলে ‘ধিক্কার’ মিছিল ও পথ সভা নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির। বৃহস্পতিবার ওই সংগঠনের বাঁকুড়া জেলা কমিটির পক্ষ থেকে শহরের কলেজ মোড় থেকে মিছিল শুরু হয়। পরে ওই মিছিল মাচাতনলা- হেড পোষ্ট অফিস- চার্চ মোড় ঘুরে কলেজ মোড়ে পৌঁছে এক সভায় বক্তব্য রাখেন নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি নেতৃত্ব। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক সুকুমার পাইন, বাঁকুড়া জেলা সম্পাদক অস্মিতা দাশগুপ্ত, শিক্ষক নেতা আশীষ পাণ্ডে প্রমুখ। নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির রাজ্য সম্পাদক সুকুমার পাইন বলেন, আমরা প্রথম দিন থেকে যোগ্য শিক্ষকদের পাশে আছি। ‘জাতি গঠনের মেরুদণ্ড’ শিক্ষকদের উপর যেভাবে আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। আর তারই প্রতিবাদে সারা রাজ্যের সর্বত্র তাঁরা আন্দোলনে নেমেছেন বলে তিনি জানান।

ছবি: চিরঞ্জিত বিশ্বাস

আজিমগঞ্জ স্টেশন পরিদর্শনে পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: বৃহস্পতিবার হাওড়া ডিভিশনের বিভিন্ন বড় ও গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন পরিদর্শন করলেন পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেউসকার। এদিন দুপুরে আজিমগঞ্জ জংশন স্টেশন পরিদর্শন করেন তিনি। অমৃত ভারত প্রকল্পের আওতায় স্টেশনের পরিকাঠামো কতটা উন্নত হয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবার দুপুরে বিশেষ পর্যবেক্ষণ ট্রেনে তিনি আজিমগঞ্জ পৌঁছান। সঙ্গে ছিলেন রেলের একাধিক উচ্চপর্যায়ের কর্তারা। ঘন্টাখানেক সময় নিয়ে তিনি স্টেশনের ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেম সহ নানা পরিকাঠামো ঘুরে দেখেন। পরিদর্শন শেষে মিলিন্দ দেওসকার জানান, “যাত্রী সুরক্ষা ও পরিকাঠামো উন্নয়নের বিষয়গুলি খতিয়ে দেখতেই এই সফর।” জানা যাচ্ছে, বহরমপুর স্টেশনের প্লাটফর্ম ও অন্যান্য পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ সম্পূর্ণ হলে নশিপুর-আজিমগঞ্জ রেলপথ দিয়ে দূরপাল্লার ট্রেন চালানো হতে পারে। যদিও বর্তমানে ওই রেলপথে দিনে মাত্র দুটি লোকাল ট্রেন চলছে, একটির গন্তব্য কাশিমবাজার এবং অন্যটি কৃষ্ণনগর। এদিন স্টেশনে জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ রেলযাত্রী নাগরিক মঞ্চের তরফে স্মারকলিপি দিয়ে ৬ নম্বর প্ল্যাটফর্মে এটিভিএম বসানো ও নিমতিতা বা জঙ্গিপুরগামী ট্রেনের রুট মালদা পর্যন্ত সম্প্রসারণের দাবি জানানো হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন সংগঠন নিজেদের দাবিদাওয়া তুলে ধরে জিএমের কাছে। পর্যবেক্ষণ শেষে তিনি নলহাটির উদ্দেশ্যে রওনা দেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

পাড়া গ্রামে বিরল প্রজাতির সাপ উদ্ধার

অরবিন্দ মাহাতো ● পুরুলিয়া

আপনজন: পুরুলিয়া জেলার পুঞ্চা ব্লকের নপাড়া গ্রামে এক বিরল প্রজাতির সাপ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। বৃহস্পতিবার সকালে গ্রামের এক পুকুরপাড়ে সাদা রঙের একটি সাপ দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে বনদপ্তরে খবর দেওয়া হলে বনকর্মীরা এসে সাপটিকে উদ্ধার করেন। বনদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, উদ্ধার হওয়া সাপটি একটি অ্যালবিনো কমন ক্যারেট, যা অত্যন্ত বিরল। কমন ক্যারেট এমনিতেই বিষধর প্রজাতির সাপ, তবে তার অ্যালবিনো রূপ সাধারণত চোখে পড়ে না। সাপটির সাদা রঙ এবং ভিন্ন চেহারা দেখে প্রথমে স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তবে বনকর্মীরা সময়মতো পৌঁছে সাপটিকে নিরাপদে ধরতে সক্ষম হন। বিশেষজ্ঞদের মতে, অ্যালবিনো ক্যারেট সাপ জেনেটিক পরিবর্তনের ফলে জন্মায়, যার ফলে শরীরের রঞ্জক পদার্থের ঘাটতি থাকে এবং সাপটি সম্পূর্ণ সাদা রঙের হয়ে ওঠে। এই ধরনের সাপ সাধারণত বনে বাস করে এবং জনবসতিতে খুব একটা আসে না। উদ্ধারের পর সাপটিকে বনদপ্তরের তত্ত্বাবধানে পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং পরে গভীর জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়ে।

মহাদেব উপলক্ষে ভক্ত সমাগম

সাবের আলি ● বড়ঞা

আপনজন: বৃহস্পতিবার মহাদেব উপলক্ষে মুর্শিদাবাদ জেলার বড়ঞা ব্লকের যুগসরা গ্রামের যোগেশ্বরী মন্দিরে হাজার হাজার ভক্তের সমাগম চাম্বা বড়ঞা ব্লকের জুড়ে ভক্তির ঢেউ বয়ে গেল। মন্দিরে “হর হর মহাদেব” ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হল যুগসারা গ্রামে। মহাদেব মন্দিরে প্রচুর ভিড় দেখা গেছে। যুগসরা গ্রামের মধ্যে অবস্থিত মন্দিরটি ধর্মীয় উৎসাহে মুখরিত ছিল, কারণ লোকেরা আচার-অনুষ্ঠান এবং বিশেষ প্রার্থনা করেছিল। মন্দির কমিটি কর্তৃক মহাশিবরাত্রি উদযাপনের আয়োজন করা হয়েছিল, যেখানে বড়ঞা বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

মজুরি বৃদ্ধি ও পেনশনের দাবিতে নির্মাণ শ্রমিকদের বিক্ষোভ সভা ও মিছিল রামপুরহাটে

আজিম শেখ ● রামপুরহাট

আপনজন: নির্মাণ শ্রমিকদের নির্মাণ কল্যাণ তহবিলের অপব্যবহার ও অপচয় বন্ধ কর। শ্রমিক বিরোধী শ্রম কোড বাতিল কর। বিল্ডিং অ্যান্ড আদার কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাক্ট ও আন্ত রাজ্য অভিবাসী শ্রমিক আইন শক্তিশালী কর। শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি মাসিক ২৬০০০ টাকা ও পেনশন মাসে ১০০০০ টাকা করতে হবে। শ্রমিক বিরোধী শ্রমকোড বাতিল করো। এই দাবিতে নির্মাণ শ্রমিকদের বিক্ষোভ সভা ও মিছিল হলো রামপুরহাটে। সিআইটিইউ অনুমোদিত বীরভূম জেলা নির্মাণ কর্মী ইউনিয়নের রামপুরহাট ১ নং ব্লক কমিটির আহ্বানে রামপুরহাট সুন্দিপুর মোড়ে বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন শ্রমিক নেতা অমিতাভ সিং, জুমাই খান, সুশান্ত মন্ডল। বিক্ষোভ সভায় শ্রমিক নেতা অমিতাভ সিং বলেন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের শ্রমিক বিরোধী নীতির কারনে নির্মাণ শ্রমিকরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। নির্মাণ ওয়েলফেয়ার বোর্ডের টাকা রাজনৈতিক দলের মঞ্চ থেকে নির্মাণ শ্রমিকদের না দিয়ে, রাজনৈতিক ক্ষুদ্র অভিসন্ধি নিয়ে নয় ছয় হচ্ছে। অথচ যাদের জন্য এই টাকা খরচ হওয়ার কথা, তারা থেকে যাচ্ছেন অন্ধকারে। আমাদের রাজ্য সরকারের মতোই দেশের সরকারের এই সমস্তদিকে কোনও নজর নেই। শ্রম আইন পাল্টে তারা শ্রমিকদের আরও সমস্যায় ফেলে দিচ্ছেন। ইউনিয়ন করার অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। এমন কি আমাদের রাজ্যের মতো বেশিরভাগ রাজ্যেই যেখানে বিজেপির সরকার সেখানেই মিছিল মিটিং করার অধিকার, অবস্থান করার অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। দেশের সরকার দেশ বিক্রি করতে নেমে পড়েছে। শ্রমিকের অধিকার খর্ব একদিকে আরেকদিকে লাগাতার ছাড় দেওয়া কর্পোরেট ট্যাক্স। লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বিক্রির চেষ্টা চলছে। সব মোবাইল সংস্থা ৪২% ফি বাড়াতে উদ্যোগী যখন, তখন ঠিক উল্টোদিকে বিএসএনএল উঠে যেতে চলেছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম আকাশছোয়া, তাই এর আচ গিয়ে পড়ছে এই শ্রমিকদের উপরও। দেশে কৃষিতে সংকটের কারণে গোটা দেশেই একেবারে প্রান্তিক কৃষকেরা বছরের ৩,৪ মাস অসংগঠিত শ্রমিকের কাজ করছে। গোটা দেশে আর্থিক সংকট। গ্রাম ভারতের অবস্থা আরও খারাপ। সভাই সভাপতিত্ব করেন নির্মাণ শ্রমিক প্রশান্ত মন্ডল। বিক্ষোভ সভা শেষে রামপুরহাট ১ নং ব্লক আধিকারিকের অফিস পর্যন্ত মিছিল হয়। মিছিল ও সভা থেকে আগামী ২০ এপ্রিল ব্রিগেড সমাবেশ সফল করার আহ্বান জানানো হয়।

বিকল বৈদ্যুতিক চুল্লি, সমস্যায় শবযাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

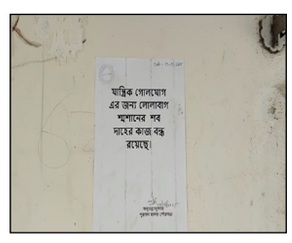

আপনজন: বিকল অবস্থায় পড়ে রয়েছে বৈদ্যুতিক চুল্লি, দেহ পোড়াতে এসে সমস্যার সম্মুখীন শবযাত্রীরা।এমনকি দেহ ঘুরিয়ে নিয়ে চলে যেতে হচ্ছে শ্মশান থেকে! এই ঘটনা পুরাতন মালদা পৌর এলাকার দুই নম্বর ওয়ার্ডের লোলাবাগ শ্মশানের। বৈদ্যুতিক চুল্লি বন্ধ থাকার ফলে বিপাকে পড়ছেন সবযাত্রীরা। বিগত ১৯-৩-২০২৫ থেকে বন্ধ করে রয়েছে সেই বৈদ্যুতিক চুল্লিটি। স্থানীয়দের বক্তব্য বিগত কয়েকদিন ধরেই এই চুল্লি খারাপ রয়েছে দেহ পোড়াতে এসে অনেকে ঘুরে চলে যাচ্ছে পাশাপাশি যে খড়ি দিয়ে পোড়ানোর যে ব্যবস্থা রয়েছে সেটিও অপরিষ্কার। ঘাটে নামতে অনেকেই সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে। এদিন দেহ পোড়াতে এসে ক্যামেরার সামনে ক্ষোভ উগড়ে দেন এক শবযাত্রী, তিনি বলেন আজকে তারা দেহ পোড়াতে এসেছেন তবে বৈদ্যুতিক চুল্লি বিকল রয়েছে পরবর্তীতে খড়িতে পোড়ানোর ব্যবস্থা করেছেন। তারা বলেন দ্রুত যাতে সমস্যার সমাধান করা হোক। স্থানীয়দের একই বক্তব্য তারা বলেন খারাপ অবস্থায় পড়ে রয়েছে চুল্লিটি দ্রুত সমস্যা সমাধান করা হোক। এ বিষয়ে আমরা কথা বলেছিলাম সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর বাসন্তী রায়ের সাথে তিনি বিষয়টি স্বীকার করেছেন এবং দ্রুত সমস্যা সমাধান করা হোক তিনি পৌরসভাতে আলোচনা করবেন বলেন তিনি। এ বিষয়ে আমরা কথা বলেছিলাম পুরাতন মালদা পৌরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষের সঙ্গে তিনিও দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন। তবে কবে হবে সঠিক সেটাই দেখার বিষয়।

মানবসেবায় নিয়োজিত সারা দেশের অনন্য এক আদর্শ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান
সেহারাবাজার রহমানিয়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট-এর ২০২৫-এর উপহার

RDMC

আবাসিক ও অনাবাসিক

Rahamania Deeniyat Muallima College

(Regd. 7379/10)

A unit of Sehrabazar Rahmania Welfare Trust

ইসলামিক শিক্ষা
কুরআন, হাদিস, আক্বইদ, মাসাইল, সুন্নতি তরবিয়ত, ভাষা (আরবি ও উর্দু)

Education ■ Enrichment ■ Empowerment

আধুনিক শিক্ষা
কম্পিউটার, হোম ম্যানেজমেন্ট, নিউট্রিশন, বেসিন হেলথ সায়েন্স, টিচিং মেথযোরজি, চাইল্ড সাইকোলজি

স্বপ্ন নয়, গল্প নয়, বিজ্ঞাপনের চমকও নয়, দুই বৎসরের মধ্যেই সুদক্ষ মহিলা ক্বারী দ্বারা কুরআন সহি করা, মহিলাদের যে সমস্ত হাদিস ও মাসাইল জানা জরুরি তা হৃদয়ঙ্গম করানো, আরবি ও উর্দুতে কথা বলতে শেখানো, ছয় সিফাতসহ তালিমে অভ্যস্ত করানোর সাথে সাথে ২৪ ঘণ্টারর জিন্দেগিতে সুন্নত ও মাসনুন দোয়া শেখানো ও পাবন্দি করানোর রোজানা তালিমের সাথে সাথে সুষম খাদ্য ও অসম খাদ্য সম্পর্কে অবহিত করানো, কম্পিউটারে অভ্যস্ত করানো, শিশু দর্শন এবং একান্নবর্তী পরিবারের সকল সদস্য-সদস্যাদের শ্বশুর-শাশুড়ি, স্বামী, ননদ প্রভৃতির হক সম্পর্কে সচেতন করানো (হোম ম্যানেজমেন্ট) এবং ইনজেকশন, প্রেসার মাপা, রক্ত পরীক্ষা, সুগার টেস্টে (প্রাইমারি হেলথ সায়েন্স) অভ্যস্ত করানো হবে - ইনশাআল্লাহ্। পরিপূর্ণ শরীয়তি গণ্ডির মধ্যে একশ শতাংশ পর্দাকে মান্যতা দিয়ে এই প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হবে - ইনশাআল্লাহ্। গোটা বাংলায় হাওড়া সাঁতরাগাছির DMC-এর পর দ্বিতীয় বৃহদাকারে সাহসী পদক্ষেপ সেহারাবাজার পূর্ব বর্ধমানে RDMC। এছাড়াও একইসঙ্গে মুয়াল্লিমা কলেজে পাঠরত অবস্থায় উচ্চমাধ্যমিক বা স্নাতক পড়ার সুবর্ণ সুযোগ আছে। আমাদের উল্লেখিত প্রতিটি বিষয়ের প্রত্যহ ক্লস ছাড়াও প্রতিদিন ছয় সিফতের সঙ্গে তালিম, প্রত্যহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ব্যায়াম, সুরত ও মাসনুন দোয়া শেখানো ও আমাল জরুরি।

সুরাট হতে ফারেগা সুদক্ষা মহিলা ক্বারীর প্রয়োজন। যোগাযোগের জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে

ভর্তির জন্য যোগ্যতা: ন্যূনতম মাধ্যমিক পাশ
(যে কোনও শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশ ও স্নাতক/স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ মহিলাদের অগ্রাধিকার)

ফর্ম দেওয়া চলছে: ফর্মের মূল্য ১০০ টাকা

প্রবেশিকা পরীক্ষা: ১২এপ্রিল, ২০২৫ ভর্তি শুরু: ২২এপ্রিল, ২০২৫ ক্লাস শুরু: মে মাসের শেষ সপ্তাহ, ২০২৫

ফর্ম বিতরণ কেন্দ্র: **বর্ধমান (ইজতেমাগাহ্, নবাবহাট)** হাজী নাইয়ার সাহেব 82502331094 ■ **নপাড়া সাহাজাদপুর, বর্ধমান** মহম্মদ খলিল 91534095923 ■ ভাতার (নূরানী সামান) মনিরুল হক 9735120368 ■ **বর্ধমান (রসিকপুর)** সামসুদ্দিন আহমেদ 8348171640 ■ **রসুলপুর, বাঁকুড়া** মুফতি মুক্তার সাহেব 9732342007 ■ **পুরুলিয়া (দামোদরপুর)** ডা. মেহেবুব আলি 99321 69755 ■ **পশ্চিম মেদিনীপুর (বদনগঞ্জ)** আকতার আলি 9932066129 ■ **চন্দ্রকোণা (কৃষ্ণপুর)** পারভেজ সরকার 9933790244 ■ **গলসি (পারাজ)** মুন্সী ফিরোজ হোসেন 9093390166 ■ **মুর্শিদাবাদ (সালার)** বাচ্চু মাস্টার 9732028977 ■ **সালার** কবিরাজ সাফাই ভাইয়ের চেম্বার 7585876101 ■ **পূর্বস্থলী (নাদনঘাট)** বাদশা সেখ 98833241880

প্রধান উপদেষ্টা
হজরত মুফতি ওসমান গণি
(দেওবন্দ মাদ্রাসার সিনিয়র অধ্যাপক)

উপদেষ্টামন্ডলী: হজরত মুফতি সাইফুল্লাহ কাশেমী সাহেব (শাইখুল হাদীস, দারুল উলুম সেহারাবাজার) ■ হজরত মাওলানা নূর আলম সাহেব (প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক, বাহাদুরপুর মাদ্রাসা) ■ হাজী মাস্টার রুহুল আমীন সাহেব (অধ্যক্ষ, হাওড়া দ্বীনিয়াত মুয়াল্লিমা কলেজ) ■ হাজী হায়দার আলী (সম্পাদক, হাওড়া দ্বীনিয়াত মুয়াল্লিমা কলেজ)

বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন

হাজী বদরুল আলম (সভাপতি) 9475354307 ■ হাজী কুতুবুদ্দিন (সম্পাদক) 9667045220 ■ মোল্লা সফিকুল ইসলাম (সহ-সম্পাদক) 9434251617 ■ হাজী আশরাফ আলী (সহ-সম্পাদক) 9732027178 ■ মোল্লা মিনহাজউদ্দিন আহমেদ (প্রশাসক) 9093799737 ■ সেখ সফিউল ইসলাম (সহযোগী সম্পাদক) 9332659795

পথ নির্দেশ

বর্ধমান স্টেশন থেকে বা বর্ধমান আলিশা বাসস্ট্যান্ড থেকে আরামবাগগামী বাসে সেহারা বাজারে নামতে হবে অথবা আরামবাগ থেকে বর্ধমান বাসে সেহারা বাজারে নামতে হবে। সেহারা বাজার থেকে গুইর রোডে ৫ মিনিট হাঁটা পথ।

এ এক স্বপ্নের ঠিকানা

DEVELOPED BY Next GENERATION HOUSING PRIVATE LIMITED EASY AFFORDABLE HOMES

THE ECO PALACE

সুইমিং পুল

কমিউনিটি হল

সমস্ত আধুনিক সুবিধা

■ সুইমিং পুল ■ ক্লাব হাউস ■ জিম ■ ডক্টরস চেম্বার ■ চিলড্রেন্স পার্ক ■ লেডিস পার্ক ■ সিনিয়র সিটিজেন পার্ক ■ ডিপার্টমেন্টাল স্টোর ■ প্লে-স্কুল ■ ফ্যামিলি ক্যান্টিন ও সেলুন।

প্রেসিডেন্সি, আলিয়া, সেন্ট-জেভিয়ার্স, অ্যামিটি, টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি দু কিলোমিটারের মধ্যে ■ হাঁটা দূরত্বে ডিপিএস নিউটাউন স্কুল, ডিএলএফ-২, মেডিসিন শপ ■ TCS, গীতাঞ্জলী, Eco Space, মেট্রো স্টেশনের সন্নিকটে।

10 TOWERS

220+FLATS

2+ ACRES LAND 50% OPEN SPACE

Loan Facility available

*RERA Applied

CONTACT US

8910055804 | 9007369234 | 8910306750 | 9830405211

বালিগড়ি, ইউনিটেক আইটি সেজ, অ্যাকশন এরিয়া-II, নিউ টাউন, কলকাতা-৭০০১৫৬

২ গোলে পিছিয়ে পড়েও মেসি-জাদুতে সেমিফাইনালে মায়ামি

আপনজন ডেস্ক: কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে লস অ্যাঞ্জেলেস এফসির (এলএএফসি) কাছে ১-০ গোলে হেরেছিল ইন্টার মায়ামি। লিওনেল মেসির দল বাংলাদেশ সময় আজ সকালে দ্বিতীয় লেগের ৯ মিনিটেই খেয়ে বসে আরেকটি গোল। তবে দুই লেগ মিলিয়ে ২-০ গোলে এগিয়ে যাওয়া এলএএফসি নয়, কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপের সেমিফাইনালে উঠল মায়ামিই। কারণ, মায়ামির আছে একজন মেসি। আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়কের জোড়া গোলে প্রত্যাবর্তনের দুর্দান্ত গল্প লিখে দ্বিতীয় লেগটা ৩-১ গোলে জিতে শেষ চারে উঠে গেছে মায়ামি। দুই লেগ মিলিয়ে মেসিরা জিতলেন ৩-২ গোলে।

২০২২ কাতার বিশ্বকাপে যে গোলরক্ষকের বিপক্ষে টাইব্রেকারসহ ২ গোল করেছিলেন, সেই উগো লরিসকে আজও দুবার পরাস্ত করলেন মেসি। ফ্রান্স গোলরক্ষক যে এখন এলএএফসির গোলবার সামলান। কিন্তু এবারও মেসিকে সামলাতে পারলেন না লরিস। আজ ঘরের মাঠে দ্বিতীয় লেগে মেসি প্রথম গোলটি করেন ৩৫ মিনিটে। পেনাল্টি বক্সের মাথা থেকে তাঁর বাঁ পায়ের আরেকটি 'চিরায়ত মেসি' গোলে ব্যবধান কমায় মায়ামি। মেসিরা সমতায় ফেরেন ৬১ মিনিটে। নোয়াহ অ্যালেনের গোলটা অবশ্য তালেগোলেই পেয়ে যায় মায়ামি। অ্যালেন বক্সের ভেতরে ফেদেরিকো রেদোনদোকে লক্ষ্য করে চিপ করেছিলেন। রেদোনদো শট নেবেন মনে করে লরিস লাইন ছেড়ে সামনে এগিয়ে আসেন। কিন্তু বলটি মাটিতে পড়ে লাফিয়ে উঠে রেদোনদো ও লরিস, দুজনকেই ফাঁকি দিয়ে ঢুকে যায় জালে। দুই লেগ মিলিয়ে ২-২ সমতা থাকলেও অ্যাওয়ে গোলের নিয়মের কারণে তখনো কার্যত এগিয়ে ছিল এলএএফসি। এমন সময়ে ৬৭ মিনিটে মেসির পাস থেকে লুইস সুয়ারেজের হেডে বল জড়ালেও অফসাইডের কারণে গোল হিসেবে গণ্য হয়নি। হতাশ না হয়ে মায়ামি এরপর আক্রমণের পর আক্রমণ শাণিয়ে গেছে। চাপে পড়ে যাওয়া এলএএফসির ব্রাজিলিয়ান খেলোয়াড় মারলন হাতে বল লাগিয়ে সর্বনাশ ডেকে আনেন। ভিএআর পেনাল্টির রায় দেওয়ার পর মেসি যখন গোল করে দলকে এগিয়ে দিলেন, ম্যাচের তখন ৮৪ মিনিট। এরপর মেসিদের হয়ে শেষ কাজটি করে দেন গোলরক্ষক অস্কার উস্তারি। আর্জেন্টাইন গোলরক্ষক শেষ দিকে দুটি দারুণ সেভ করে দলকে সেমিফাইনালে নিয়ে যান।

যে সেমিফাইনালে মেসিদের সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ মেক্সিকান ক্লাব পুমাস অথবা এমএলএসের কানাডিয়ান ক্লাব ভ্যাঙ্কুভার হোয়াইটক্যাপস; এ মাসের ২২, ২৩ অথবা ২৪ তারিখে হতে পারে তার প্রথম লেগ।

কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপ

অনেক সময় সেরাটাও জয়ের জন্য যথেষ্ট নয়, শাহরুখের বার্তা রাহানে-রাসেলদের

আপনজন ডেস্ক: আইপিএলের শিরোপা ধরে রাখার মিশনে খেলছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। তবে শুরুটা ভালো হয়নি বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের। ৫ ম্যাচের বিপরীতে ৩ টিতেই পরাজয় দেখেছে তারা। সর্বশেষ হারটি দেখেছে লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিপক্ষে। ঘরের মাঠ ইডেন গার্ডেনসে জয়ের একদম কাছে গিয়েও হার নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয়েছে কলকাতাকে। ২৩৯ রানের বড় লক্ষ্যে তাড়া করতে নেমে ৪ রানের পরাজয় দেখেছে তারা। দলের এমন পরাজয়ে ক্রিকেটাররা তো অবশ্যই কষ্ট পেয়েছেন মালিক শাহরুখ খানও। তাই ম্যাচ শেষে ক্রিকেটারদের পাশেই দাঁড়িয়েছেন বলিউড বাদশা। শাহরুখের বার্তা ক্রিকেটারদের পড়ে শুনিয়েছেন কলকাতার সিইও বেঙ্কি মাইসোর। কিং খান বলেছেন, 'হারটা দুঃখজনক। আমরা জয়ের খুব কাছাকাছি গিয়েছিলাম। তবে অনেক ইতিবাচক দিক রয়েছে। আমরা লড়াই করতে পারি এবং বড় রান তুলতে পারি। অনেক সময় আমাদের সেরাটাও জয়ের জন্য যথেষ্ট নয়। আমার মনে হয় এই দিনটা তেমনই একটা।' হারকে পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যেতে হবে বলে ক্রিকেটারদের এমন বার্তাও দিয়েছেন শাহরুখ। তিনি বলেছেন, 'আমরা মাত্র একটা শট দূরে থেমেছি।

একটা বল দূরে থেমেছি। এই হারকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে হবে আমাদের। অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, বিপদে পড়লে দলের সংহতি বাড়ে।'

আইপিএল শেষ রুতুরাজের, নতুন অধিনায়ক পুরোনো ধোনি

আপনজন ডেস্ক: ফিরছেন অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি। কনুইয়ের হাড়ে চিড় ধরায় এবারের আইপিএল থেকে ছিটকে গেছেন চেন্নাই সুপার কিংসের অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড়। আর তাতেই আবার চেন্নাইয়ের অধিনায়কত্বের দায়িত্ব পড়েছে ধোনির কাঁধে। ধোনির অধিনায়কত্ব করার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে চেন্নাই কোচ স্টিভেন ফ্লেমিং। গত ৩০ মার্চ রাজস্থান রয়্যালসের পেসার তুষার দেশপান্ডের বলে কনুইয়ে চোট পান রুতুরাজ। পরের দুই ম্যাচে তিনি খেললেও স্ক্যানে তাঁর চিড় ধরা পড়েছে। যার অর্থ, টুর্নামেন্টের বাকি অংশে আর পাওয়া যাবে না চেন্নাই অধিনায়ককে। কাল কলকাতার বিপক্ষে ম্যাচের আগে সংবাদ সম্মেলনে ফ্লেমিং বলেছেন, 'গুয়াহাটিতে গায়কোয়াড় আঘাত পেয়েছে। আমাদের হাতে এক্স-রে রিপোর্ট ছিল, তবে সেটি দিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাচ্ছিল না। এরপর এমআরআই রিপোর্ট পেয়েছি, সেখানে কনুইয়ে চিড় ধরা পড়েছে।'

রুতুরাজের ছিটকে যাওয়া চেন্নাইয়ের জন্য বড় ধাক্কা। এখন পর্যন্ত ৫ ম্যাচের মধ্যে ৪ ম্যাচে হারা দলটির টপ অর্ডারে বড় ভরসার নাম এই রুতুরাজ। গত ৪ মৌসুমের তিনটিতেই চেন্নাইয়ের শীর্ষ রান সংগ্রাহক ছিলেন এই ব্যাটসম্যান। এই মৌসুমে ৫ ম্যাচের মধ্যে ফিফটি পেয়েছেন দুটিতে। চোট পাওয়া ম্যাচটিতেও করেছিলেন ৬৩। তবে পরের দুই ম্যাচে ছিলেন ব্যর্থ। ২০০৮ সালে আইপিএলের প্রথম আসরে চেন্নাইয়ের অধিনায়ক হন ধোনি। মাঝে ২০২২ আসরের আট ম্যাচ বাদে ২০২৩ সাল পর্যন্ত চেন্নাইয়ের নেতৃত্বে ছিলেন এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান। রুতুরাজ চেন্নাইয়ের দায়িত্ব পান ২০২৪ আসরে। আইপিএলে চেন্নাইয়ের খেলা ২৬৮ ম্যাচের ২৩৫টিতেই নেতৃত্ব দিয়েছেন ধোনি। তাঁর নেতৃত্বেই আইপিএলে ৫টি ও চ্যাম্পিয়নস লিগ টি-টোয়েন্টিতে ২টি শিরোপা জিতেছে চেন্নাই।

লেভা-রাফিনিয়া-ইয়ামালের নৈপুণ্যে সেমিফাইনালের দুয়ারে বার্সেলোনা

আপনজন ডেস্ক: বার্সেলোনা ৪ : ০ বরুসিয়া ডর্টমুন্ড

অবিশ্বাস্য! ২০২৫ সালে বার্সেলোনার পারফরম্যান্সকে এই একটি শব্দেই শুধু ব্যাখ্যা করা যায়। এই বছর ২৩ ম্যাচ খেলে এখন পর্যন্ত হারেনি তারা। ৪টি ড্রয়ের বিপরীতে পেয়েছে ১৯ জয়। যার শেষটি বার্সা পেয়েছে বুধবার রাতে। চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ আটের প্রথম লেগের ম্যাচে বার্সার সামনে দাঁড়াতেই পারেনি বরুসিয়া ডর্টমুন্ড। প্রথমার্ধে ১ গোল হজম করলেও দ্বিতীয়ার্ধে বার্সার সামনে অসহায় আত্মসমর্পণ করেছে গতবারের রানার্সআপরা। বার্সার কাছে ডর্টমুন্ড হেরেছে ৪-০ গোলে। এই হারে অ্যাওয়ে ম্যাচ হাতে রেখেই সেমিফাইনালের দুয়ারে প্রায় পৌঁছে গেল বার্সা।

আর ২৩ ম্যাচ অপরাজিত থেকে বার্সার হয়ে পঞ্জিকাবর্ষে টানা অপরাজিত থাকার নতুন রেকর্ড গড়লেন জার্মান কোচ হ্যান্সি ফ্লিক। ২০১৬ সালে লুইস এনরিকের অধীন বার্সা অপরাজিত ছিল ২২ ম্যাচ। সেটি ছাড়িয়ে এবার ২৩ ম্যাচ অপরাজিত থাকার নতুন কীর্তি গড়ল ফ্লিকের বার্সা।

বার্সার জয়ে আজ গোল করেছেন আক্রমণভাগের তিন তারকার প্রত্যেকেই। রবার্ট লেভানডফস্কি করেছেন জোড়া গোল। আর একটি করে গোল করেছেন রাফিনিয়া ও লামিনে ইয়ামাল।

ঘরের মাঠে ম্যাচের প্রথম মিনিট থেকেই ডর্টমুন্ডের ওপর চড়াও হয় বার্সেলোনা। ৫ ও ৭ মিনিটে পরপর দুইবার দারুণ দক্ষতায় ডর্টমুন্ডকে গোল খাওয়া থেকে বাঁচিয়ে দেন গোলরক্ষক গ্রেগর কোবেল। ইয়ামালের প্রচেষ্টা নষ্ট করার ২ মিনিট পর ঠেকিয়ে দেন লেভানডফস্কিকে।

শুরুর ঝড় সামলে ধীরে ধীরে থিতু হওয়ার চেষ্টা করলেও বার্সার আক্রমণে বেশ চাপেই থাকতে হয়েছে জার্মান দলটিকে। ম্যাচের

চ্যাম্পিয়নস লিগ

১৪ মিনিটের মাথায় বলার মতো কোনো আক্রমণে যায় ডর্টমুন্ড, যদিও তা বার্সাকে দুশ্চিন্তায় ফেলার মতো ছিল না। হুটহাট কিছু প্রতি-আক্রমণ বাদ দিলে ম্যাচের প্রথম ২০ মিনিট ছিল বার্সার আক্রমণভাগ বনাম ডর্টমুন্ড রক্ষণের লড়াইয়ের। যেখানে বার্সার একের পর আক্রমণ অসাধারণভাবে ঠেকিয়েছে ডর্টমুন্ড রক্ষণ।

তবে এমন কোণঠাসা হয়ে থাকার খেসারত দিতেই হতো। সেটা ডর্টমুন্ড দিয়েছে ম্যাচের ২৫ মিনিটে। ফ্রি কিক থেকে বল পেয়ে গোল করেন রাফিনিয়া। তবে রাফিনিয়ার এই গোলের কারণে মন খারাপ হতে পারে ডিফেন্ডার পাউ কুবারসির। রাফিনিয়া পা না লাগালেও কুবারসির বাড়ানো বলটি জালে জড়িয়েই যেত। কিন্তু শেষ মুহূর্তে পা লাগিয়ে টুর্নামেন্টে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ গোলদাতা (১২) নিজের গোলের সংখ্যাটা আরেকটু বাড়িয়ে নেন।

গোল খেয়ে কিছুটা সম্বিৎ ফেরে ডর্টমুন্ডের। দু-একবার আক্রমণেও যায় তারা। ৩৬ মিনিটে দারুণ একটি সুযোগও আসে। কিন্তু অল্পের জন্য পাওয়া হয়নি গোল। ৪০ মিনিটে আবার কাছাকাছি গিয়ে গোলবঞ্চিত হয় ডর্টমুন্ড। অন্য দিকে গোল না পেলেও বার্সা নিজেদের আক্রমণের ধারা ধরে রাখে। তবে দ্বিতীয় গোলের অপেক্ষায় থেকে বিরতিতে যেতে হয় কাতালান ক্লাবটিকে।

বিরতির পর ব্যবধান বাড়াতে অবশ্য খুব বেশি সময় লাগেনি বার্সার। ইয়ামালের ক্রসে রাফিনিয়ার হেড লক্ষ্যে না থাকলেও আরেকটি হেডে ঠিকই সেই বলকে জালের পথ দেখান লেভা। দুই গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে সামনে আসে বার্সা এবং আদায় করে নেয় আরও দুই গোল। ৬৬ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন লেভা। এটি চলতি মৌসুমে তাঁর ৪০তম গোল। এরপর দারুণ ফিনিশিংয়ে লক্ষ্যভেদ করে দলের ৪-০ গোলের জয় নিশ্চিত করেন ইয়ামাল।

১৫ এপ্রিল ডর্টমুন্ডের মাঠে দ্বিতীয় লেগের ম্যাচে মাঠে নামবে দুই দল।

আন্দ্রে রাসেল কি শেষের ডাক শুনতে পাচ্ছেন

আপনজন ডেস্ক: অনেকে বলেন, ছন্দে থাকতেই খেলোয়াড়ি জীবনকে বিদায় বলে দিতে হয়। তাতে বিদায়টা সম্মানজনক হয়। প্রিয় খেলোয়াড়কে নিয়ে ভক্তদেরও গর্ব হয়। কিন্তু সবাই কি তা মানেন?

আন্দ্রে রাসেলের কথাই ধরুন। টি-টোয়েন্টির এই ফেরিওয়ালা বিশ্বের প্রায় সব ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলেছেন। বিপিএল, আইপিএল, পিএসএল, সিপিএল, বিগ ব্যাশের শিরোপা জিতেছেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে জিতেছেন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপও। এই সংস্করণে নিজেকে সর্বকালের অন্যতম সেরার পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। তবে আরও অনেকের মতো রাসেলও সোনালি সময় পার করে ফেলেছেন। এ মাসেই নিজের ৩৭তম জন্মদিনের কেক কাটবেন। এরপরও খেলা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু রাসেল যে আর আগের রাসেল নেই! ব্যাটিং-বোলিং দুটিতেই জৌলুশ হারিয়ে এখন যেন শেষের ডাক শুনতে পাচ্ছেন। এবারের আইপিএলে তাঁর লাগাতার ব্যর্থতা সেটিরই ইঙ্গিত দিচ্ছে। কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে ৪ ইনিংস ব্যাটিংয়ে নেমে মাত্র ১৭ রান করেছেন রাসেল। দুই অঙ্ক ছুঁতে পারেননি একবারও। আইপিএলে বর্তমান বিদেশি খেলোয়াড়দের মধ্যে রাসেলের ছক্কার সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি (২১০টি)। সেই রাসেল এবার মারতে পেরেছেন মাত্র একটি ছক্কা। ৮৫.০০ স্ট্রাইক রেট তাঁর সঙ্গে একেবারেই বেমানান। ৩ ইনিংসে বল করে ৫ উইকেট পেয়েছেন বটে; কিন্তু ইকোনমি রেট ১৩.৫৩। বোলিংও করছেন অনেকটা দায়সারাভাবে। যেন বল করতে হয় বলেই করা! ফিটনেসেও কিছুটা ঘাটতি আছে। বিশেষ করে ফিল্ডিংয়ে। অথচ দল হিসেবে কলকাতা নাইট রাইডার্সের যে অর্জন, তাতে অনেকটা কৃতিত্ব আন্দ্রে রাসেলের। এক যুগ ধরে কলকাতার সঙ্গে আছেন। জিতেছেন দুটি আইপিএল শিরোপা, দুবার হয়েছেন টুর্নামেন্ট-সেরা। এই লম্বা সময়ে শাহরুখ খানের দলকে প্রায় অসম্ভব পরিস্থিতি থেকে একাধিক অবিশ্বাস্য জয় এনে দিয়েছেন, ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করে হয়ে গেছেন দলটির অপরিহার্য অংশ। কলকাতাও তাই রাসেলকে বছরের পর বছর ধরে রেখেছে; কিন্তু আইপিএলের এই মৌসুমে এখন পর্যন্ত আস্থার প্রতিদান দিতে পারেননি। রাসেলের এমন ধারাবাহিক ব্যর্থতার শুরু কিন্তু এবারের আইপিএলেই নয়। বলা যায়, প্রায় ১০ মাস ধরে তিনি ফর্ম-খরায় ভুগছেন। গত বছরের জুন থেকে গত পরশু লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের বিপক্ষে কলকাতার হারের ম্যাচ পর্যন্ত রাসেল ৪৬টি স্বীকৃত টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন। ব্যাটিং করেছেন ৪৩ বার। কিন্তু বিস্ময়কর হলেও সত্যি, এই সময়ে তাঁর একটি ফিফটিও নেই! সর্বোচ্চ অপরাজিত ৪০ রানের ইনিংস খেলেছেন যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ ক্রিকেটে (এমএলসি) লস অ্যাঞ্জেলেস নাইট রাইডার্সের হয়ে। এই সময়ে ৩৩ ইনিংসে বোলিং করে উইকেট ২২টি, ইকোনমি রেট ৯.৬১।

২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর থেকে জাতীয় দলেও অনিয়মিত রাসেল। ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে এরপর খেলেছেন একটিমাত্র ম্যাচ। ২০২৫ সালে আরও বাজে সময় পার করছেন রাসেল। এ বছর ১৫ ইনিংসে ১২.৫৮ গড়ে তাঁর রান ১৫১। স্ট্রাইক রেট ১৩৪.৮২, যা তাঁর ক্যারিয়ার স্ট্রাইক রেটের (১৬৮.৫৯) চেয়ে অনেক কম। রাসেলের ফর্ম-খরা নিয়ে আরও ভয়াবহ তথ্য হলো, সর্বশেষ ১৫ ইনিংসের মধ্যে দশবার এক অঙ্কের ঘরে আউট হয়েছেন, সর্বশেষ ১০ ইনিংসে একবারও দুই অঙ্ক ছুঁতে পারেননি! বোলিংয়েও যা-তা অবস্থা রাসেলের। ২০২৫ সালে ৭ ইনিংসে বোলিং করে উইকেট মাত্র ৭টি। ১২.৫৫ ইকোনমি বলে দিচ্ছে, কতটা 'রানদাতা' হয়ে উঠেছেন তিনি। পুরোদস্তুর অলরাউন্ডার হওয়ার পরও এ বছর খেলা ১৬ ম্যাচের মধ্যে মাত্র ৭টিতে বোলিংয়ে আসার বড় কারণ তাঁর ওপর থেকে অধিনায়কদের আস্থা হারিয়ে ফেলা। ওভারপ্রতি ১২-এর বেশি রান বিলানো তাঁর জন্য নিত্যনৈমত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাসেল যে বহুদিন ধরে ফর্মে নেই, নিশ্চয় তা জানা ছিল সব ফ্র্যাঞ্চাইজির। তবু তাঁকে অঢেল অর্থ দিয়ে কিনেছে কিংবা ধরে রেখেছে নামটা 'আন্দ্রে রাসেল' বলেই।

গত বছর ঘরের মাঠে ব্যর্থ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ অভিযান শেষে খেলতে নেমেছিলেন লস অ্যাঞ্জেলেস নাইট রাইডার্সের হয়ে। এমএলসিতে ব্যর্থ হওয়ার পর ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন দ্য হান্ড্রেডে খেলতে। সেখানে খেলেছেন লন্ডন স্পিরিটের হয়ে। এরপর সিপিএলে তাঁকে দেখা গেছে ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের জার্সিতে। আর গত নভেম্বরে বছরে নিজের শেষ ম্যাচটা খেলেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে।

লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক

ক্রিকেটে ছয় দলই, সংখ্যায় ইতিহাস গড়তে যাচ্ছেন নারী অ্যাথলেটরা

আপনজন ডেস্ক: ২০২৩ সালের অক্টোবরে যখন গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকে ক্রিকেটের প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত হলো, তখনই জানা গিয়েছিল নারী ও পুরুষ দুই বিভাগেই ৬টি করে দল থাকতে পারে ২০২৮ লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে। এবার আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি (আইওসি) নিশ্চিত করল টি-টোয়েন্টি সংস্করণে ক্রিকেটে দুই বিভাগেই থাকবে ৬টি করে দল। কোন খেলায় কয়টি করে দল খেলবে, মোট ইভেন্টের সংখ্যা কত হবে, কতজন করে অ্যাথলেট থাকবেন—এসব বিষয়ও চূড়ান্ত করেছে আইওসি। লস অ্যাঞ্জেলেসে বাংলাদেশ সময় আজ সকালে সংবাদ সম্মেলন করে এসব জানিয়েছে সংস্থাটি। অলিম্পিকে ক্রিকেট হয়েছিল একবারই। ১৯০০ সালে প্যারিসে ক্রিকেটে অংশ নিয়েছিল মাত্র দুটি দল—গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্স। দুই দল অংশ নিয়েছিল দুই দিনের এক ম্যাচে। ১২৮ বছর পর অলিম্পিকে প্রত্যাবর্তনে ক্রিকেট হবে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে। আইওসি জানিয়েছে নারী-পুরুষ দুই বিভাগেই থাকবে ৬টি করে দল। প্রতিটি দলে ১৫ জন করে খেলোয়াড় থাকবেন। দল ও খেলোয়াড়ের সংখ্যা নির্ধারণ করে দিলেও কীভাবে দল বাছাই হবে, সেটি এখনো চূড়ান্ত করতে পারেনি আইসিসি। আগে অবশ্য ধারণা করা হয়েছিল একটি নির্ধারিত তারিখে আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে থাকা ছয়টি দল সুযোগ পাবে অলিম্পিকে। তবে স্বাগতিক যুক্তরাষ্ট্রকে যদি সরাসরি খেলার সুযোগ দেওয়া হয়, তবে র‍্যাঙ্কিং থেকে সুযোগ পাবে পাঁচটি দল।

'নারীদের অলিম্পিক'

অলিম্পিকে ইতিহাসে প্রথমবার সংখ্যায় পুরুষ অ্যাথলেটদের ছাড়িয়ে যাবেন নারী অ্যাথলেটরা। লস অ্যাঞ্জেলেসে পুরুষ অ্যাথলেট থাকবেন ৫ হাজার ১৬৭ জন, নারী অ্যাথলেট ৫ হাজার ৩৩৩ জন। মেয়েদের ফুটবলে দল বাড়ানো ও পুরুষ ফুটবলে দল কমানোর প্রভাবই পড়েছে। মেয়েদের দল বেড়ে ১২ থেকে ১৬ হচ্ছে। অন্যদিকে ছেলেদের ফুটবলে ১৬ দল থেকে কমে অংশে নেবে ১২টি দল। এ ছাড়া মেয়েদের বক্সিংয়ে ইভেন্ট বাড়ায় ও ওয়াটার পোলোতে দুটি দল বাড়ানোর প্রভাব পড়েছে। এ ছাড়া গলফ, জিমন্যাস্টিকস, টেবিল টেনিস ও অ্যাথলেটিকসে নতুন কিছু মিশ্র ইভেন্ট থাকছে লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে। সাঁতারে ফ্রিস্টাইলের মতো ব্যাকস্ট্রোক, বাটারফ্লাই ও ব্রেস্টস্ট্রোকেও প্রথমবার যোগ করা হয়েছে ৫০ মিটার ইভেন্ট।

কলকাতা ফুটবল লিগের খেলোয়াড় নির্বাচনে

সেখ সামসুদ্দিন ● মেমারি

আপনজন: ফার্স্ট ডিভিশন কলকাতা ফুটবল লিগ এর জন্য খেলোয়াড় নির্বাচন মেমারি খাঁড়ো ফুটবল মাঠে। ড্রিম ফুটবল একাডেমি ও মেমারি খাঁড়ো যুবক সংঘের ব্যবস্থাপনায় ১০ ও ১১ এপ্রিল দুই দিনের খেলোয়াড় নির্বাচনী প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এদিন মাঠে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা উত্তরপল্লী মিলন সংঘ ফুটবল টিমের ম্যানেজার, প্রাক্তন খেলোয়াড় ও বর্তমানের কোচ সেখ সাবির আলী, ড্রিম ফুটবল একাডেমির দুই কোচ পার্থ ঘোষ ও প্রমোদ ভট্টাচার্য্য। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন খাঁড়ো যুবক সংঘের সেখ সবুর উদ্দিন সহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

এদিন মাঠে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ১৬০ জন খেলোয়াড় ট্রায়ালে অংশগ্রহণ করে যার মধ্যে দুই থেকে তিন জনকে কলকাতা ফুটবল লিগে খেলার জন্য নির্বাচন করা হবে বলে জানান উত্তরপল্লী মিলন সংঘ ফুটবল টিমের ম্যানেজার। প্রাক্তন খেলোয়াড় সাবির আলী জানান তারা চেষ্টা করবেন এই মাঠ থেকে আগামী দিনে উপযুক্ত খেলোয়াড় তৈরি করে কলকাতার প্রথম সারির টিম গুলিতে খেলার সুযোগ করে দিতে।

ভর্তি চলিতেছে ভর্তি চলিতেছে
দারুল উলুম তাজবিদুল কুরআন (মাদ্রাসা)
GOV.Regd no-1033/0024
মদিনা নগর চৌহাটি মুসলিমপাড়া রোড, পোষ্ট-চৌহাটি, থানা: সোনারপুর, কোলকাতা-৭০০১৪৯
Mob: 9830401057 | Email: darululoom149@gmail.com
২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি চলিচেছে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি হোস্টেলের সুব্যবস্থা আছে। আবাসিক ছাত্রদের অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা মনিটরিং করানো হয়। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সিলেবাস এবং আরবি বিভাগ কাফিয়া পর্যন্ত, তজবিদসহ হিফস মোকাম্মাল। কেরাত এ হাফস এ বছর খোলা হইবে। অভিফার ব্যবস্থা থাকিবে (আলেম এবং হাফেজ হতে হবে)। কম্পিউটার শিক্ষা ৫ম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত। আসরবাদ খেলার সময় দেওয়া হয় মগরিব পর্যন্ত। গরীব এতিমদের ফ্রি ব্যবস্থা আছে।
যে সমস্ত ছাত্ররা ভর্তি হইতে ইচ্ছুক তারা শিঘ্রই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। দানের ক্ষেত্রে আয়কর এ ছাড়
সকল ধর্মভীরু দ্বীদদরদি ভাইদের কাছে বিশেষ আবেদন আমাদের মদিনা নগর ইসলামিক এডুকেশন ওয়েল ফেয়ার Income tax ছাড় পাওয়া যায়। অন্য মাদ্রাসার মতো এই মাদ্রাসাকে আপনার আত্মীয় স্বজনকে অবগত করুন। আল্লাহ তায়ালা আপনার ইহকাল এবং পরকাল কামিয়াব করিবেন। আমিন।
INCOME TAX APROVAL NO
10B Registration no: AACTM5965EF2014 MADINA NAGAR ISLAMIC EDUCATIONAL AND WEL FARE TRUST SBI A/C NO-30800716497, IFC Code - SBIN0001451– MOB-9830401057
সভাপতি: মুফতি লিয়াকাত সাহেব, ইন্তাজ আলি শাহ, ইউসুফ মোল্লা
সম্পাদক: ইমাম হোসেন সেখ
সহ সভাপতি: আবুলবাসার, আব্দুল্লাহ সরদার
সহ সম্পাদক: সৈয়েদ রহমাতুল্লাহ, আব্দুর রহমান মোল্লা
বিঃদ্রঃ- দু'জন হাফেজ ক্বারী শিক্ষক এবং বাংলা শিক্ষক প্রয়োজন।

ADMISSION OPEN 2025
নাবাবীয়া মিশন
(শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজ কল্যাণ সংস্থা)
ভর্তি চলিতেছে
প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক
একাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান ও কলা বিভাগে ভর্তির ফর্ম দেওয়া চলছে
WBCS ও মেডিকেল কোচিং এর জন্য যোগাযোগ করুন
বালক ও বালিকা আলাদা ক্যাম্পাস
ফর্ম প্রাপ্তিস্থানঃ নাবাবীয়া মিশন
www.nababiamission.org
Cont : 9732381000
9732086786

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**